ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-231 ■ 23 May, 2026 ■ আগরতলা ২৩ মে, ২০২৬ ইং ■ ৮ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অনুপ্রবেশকারীদের এক এক করে চিহ্নিত করে বের করে দেওয়া হবে ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২২ মে (আইএএনএস)।। শুধু অনুপ্রবেশ রুখে দেওয়াই নয়, দেশে থাকা প্রতিটি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে 'এক এক করে' চিহ্নিত করে দেশছাড়া করার সংকল্প নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। শুক্রবার এমনই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

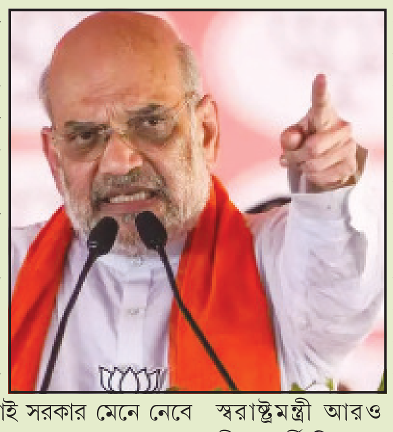

সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ)-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম মহাপরিচালক কে. এফ. রুস্তমজি-র স্মৃতিতে আয়োজিত 'কে.এফ. রুস্তমজি বক্তৃতা'-য় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শাহ বলেন, সীমান্তবর্তী এলাকায় জনসংখ্যার কৃত্রিম পরিবর্তনের কোনও প্রচেষ্টাই সরকার মেনে নেবে না।

তিনি জানান, সীমান্ত নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে খুব শীঘ্রই ত্রিপুরা, অসম ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক ডাকা হবে।

জনসংখ্যার ভারসাম্য বদলের প্রচেষ্টাকে 'ষড়যন্ত্র' বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার দায়িত্ব বিএসএফ-এর। আজ আমি বলতে পারি, ত্রিপুরা, অসম ও পশ্চিমবঙ্গে এমন সরকার রয়েছে যারা অনুপ্রবেশ না হওয়ার নীতিকে সমর্থন করে।"

শাহর বক্তব্য, বিএসএফ-এর কাজ শুধু সীমান্ত পাহারা দেওয়া নয়, গ্রামের পাটোয়ারি, থানা, জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে সমন্বয় গড়ে তুলে অনুপ্রবেশকারী, অনুপ্রবেশের পথ এবং গরু পাচারের রুট শনাক্ত করাও তাদের দায়িত্ব। তিনি বলেন, "এই কার্যকলাপ চিহ্নিত করে বন্ধ করা বিএসএফ-এর দায়িত্ব।"

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান, অনুপ্রবেশ রোধে সীমান্তবর্তী তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে বৈঠক ডাকা হবে।

মাওবাদ দমনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "যখন আমরা মাওবাদ নির্মূলের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০ রাজ্যে ২৪ টি রাজ্যসভা আসনে ভোট ১৮ জুন

নয়াদিল্লি, ২২ মে (আইএএনএস)।। আগামী ১৮ জুন দেশের ১০টি রাজ্যের ২৪টি রাজ্যসভা আসনে দ্বিবার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। শুক্রবার এই নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ সূচি ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচন কমিশনের জানানো তথ্য অনুযায়ী, জুন-জুলাই ২০২৬ সময়কালে ১০টি রাজ্য থেকে নির্বাচিত ২৪ জন রাজ্যসভা সদস্যের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। সেই কারণেই এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, ১ জুন নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ৮ জুন। ৯ জুন মনোনয়নপত্র যাচাই করা হবে এবং ১১ জুন পর্যন্ত প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সুযোগ থাকবে।

১৮ জুন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হবে। একইদিন বিকেল ৫টা থেকে ভোট গণনা শুরু হবে। সম্পূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়া ২০ জুনের মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ব্যালট পেপারে পছন্দের ক্রম চিহ্নিত করতে শুধুমাত্র রিটার্নিং অফিসারের দেওয়া নির্দিষ্ট মানের বেগুনি রঙের স্কেচ পেন ব্যবহার করা যাবে। অন্য কোনও কলম ব্যবহারের অনুমতি থাকবে না।

কমিশনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে পর্যবেক্ষক নিয়োগ-সহ বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যে রাজ্যগুলিতে নির্বাচন হবে, সেগুলি হল অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, রাজস্থান, অরুণাচল প্রদেশ, কর্নাটক এবং মিজোরাম।

মেয়াদ শেষ হতে চলা উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে রয়েছেন দিগ্বিজয় সিং, এইচডি দেবগৌড়া এবং মল্লিকার্জুন খার্গ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত-সাইপ্রাস সম্পর্কের ভিত্তি শক্তিশালী ও ভবিষ্যতমুখী ঃ মোদি

নয়াদিল্লি, ২২ মে (আইএএনএস)।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার ভারত ও সাইপ্রাসের মধ্যে সম্পর্ককে "শক্তিশালী ও ভবিষ্যতমুখী অংশীদারিত্ব" বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই সম্পর্কের ভিত্তি যৌথ মূল্যবোধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা।

নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট নিকোস ক্রিস্টোডুলাইডস-এর সঙ্গে বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ লেখেন, "দিল্লিতে প্রেসিডেন্ট নিকোস ক্রিস্টোডৌলিডেসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আনন্দিত। ভারত-সাইপ্রাস বন্ধুত্বকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। আমাদের দুই দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে এই বন্ধুত্বকে কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "এটি একটি শক্তিশালী ও ভবিষ্যতমুখী অংশীদারিত্ব, যার ভিত্তি যৌথ মূল্যবোধ। দুই দেশের মধ্যে বিনিয়োগের সম্পর্ক ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আগামী দিনে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আমরা আশা করছি।"

দুই নেতার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। পরে প্রধানমন্ত্রী আরও একটি পোস্টে জানান, প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টোডৌলিডেসের এই ভারত সফর দুই দেশের মানুষের জন্যই লাভজনক হবে এবং একই সঙ্গে একটি সমৃদ্ধ ও টেকসই বিশ্বের লক্ষ্যে অবদান রাখবে।

বিদেশ মন্ত্রকের (এমইএ) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৈঠকের অন্যতম বড় ফলাফল হল দুই দেশের সম্পর্ককে কৌশলগত অংশীদারিত্বের পর্যায়ে উন্নীত করা। পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ দমন সংক্রান্ত যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ, কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বৈঠকের আগে হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী মোদী ও প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টোডৌলিডেসকে একসঙ্গে সেলফি তুলতেও দেখা যায়। পরে প্রেসিডেন্ট এক্স-এ পোস্ট করে লেখেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদী, আমার প্রিয় বন্ধু নরেন্দ্র, আপনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এভারেস্ট পর্বতারোহী দুই ভারতীয়ের মৃত্যু

কাঠমান্ডু, ২২ মে (আইএএনএস)।। বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট জয় করে নামার পথে দুই ভারতীয় পর্বতারোহী অরুণ কুমার তিওয়ারি এবং সন্দীপ আরের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার নেপালের পর্যটন দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক এই তথ্য জানিয়েছেন।

নেপালের পর্যটন দফতরের ডিরেক্টর হিমাল গৌতম জানান, এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ের পর নামার সময় তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে বেস ক্যাম্প থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, "মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি।"

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, দুই পর্বতারোহীই ২১ মে এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছেছিলেন। তবে নামার সময় শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়।

জানা গিয়েছে, অরুণ কুমার তিওয়ারির মৃত্যু হয় শৃঙ্গের ঠিক নীচে অবস্থিত বিপজ্জনক হিলারি স্টেপ এলাকায়। চারজন শেরপা তাঁকে সাহায্য করছিলেন।

অন্যদিকে সন্দীপ আরে শীর্ষে পৌঁছনোর পরই 'স্নো ব্লাইন্ডনেস'-এ আক্রান্ত হন। তাঁকে দক্ষিণ শীর্ষ এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়। পরে পাঁচজন শেরপার সহায়তায় তাঁকে ক্যাম্প-২-এ নামিয়ে আনা হলেও সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এই অভিযানের আয়োজক সংস্থা পাইওনিয়ার অ্যাডভেঞ্চারস-এর ডিরেক্টর নিবেশ কার্কি স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

এই বসন্ত মৌসুমে এভারেস্টে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল পাঁচে। নেপালের হিমালয় অঞ্চলের বিভিন্ন পর্বতে মোট মৃত্যুর সংখ্যা এখন সাত বলে জানিয়েছে পর্যটন দফতর।

এর আগে চলতি মরশুমে তিনজন নেপালি পর্বতারোহীরও মৃত্যু হয়েছিল এভারেস্টে।

পর্যটন দফতরের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রায় ৬০০ জন পর্বতারোহী অনুমতিপ্রাপ্ত আরোহী ও শেরপা-সহ এভারেস্ট জয় করেছেন।

চলতি মৌসুমে নেপাল সরকার ৪৯২ জন বিদেশি পর্বতারোহীকে এভারেস্ট আরোহনের অনুমতি দিয়েছে, যা বসন্তকালীন মরশুমে সর্বোচ্চ। এদিকে অভিজ্ঞ শেরপা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২১ জুন নিট-ইউজি পরীক্ষা হবে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ মে (আইএএনএস): নিট-ইউজি ২০২৬ পরীক্ষা বাতিলের কারণে ২২ লক্ষ পড়ুয়ার মানসিক যন্ত্রণার কথা স্বীকার করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান শুক্রবার আশ্বাস দিলেন যে আগামী ২১ জুন অনুষ্ঠিত হতে চলা পুনরায় পরীক্ষা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ও স্বচ্ছভাবে আয়োজন করা হবে। একইসঙ্গে তিনি ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আস্থা রাখার আহ্বান জানান।

এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ২২ লক্ষ পড়ুয়ার যন্ত্রণা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু সমস্ত যোগ্য মেডিক্যাল পরীক্ষার্থীর স্বার্থে এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে আমাদের কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, নিট-ইউজি পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তের জন্য আমরা সমালোচনা ও জনরোষের মুখে পড়েছি। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্নীতিগ্রস্ত চক্র বা 'পরীক্ষা মাফিয়া'র কারণে কোনও মেধাবী ছাত্রছাত্রী যেন বঞ্চিত না হয়, সেটাই ছিল আমাদের লক্ষ্য।

নিজের বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে ধর্মেন্দ্র প্রধান জানান, শিক্ষা ব্যবস্থার অনিয়মের মূল কারণকে উপেক্ষা না করে তা সংশোধন করাই তাঁর দায়িত্ব।

তিনি বলেন, গণতন্ত্রে দায়িত্ব নেওয়া আমাদের কর্তব্য। শিক্ষা মন্ত্রক ২১ জুনের নিট-ইউজি ২০২৬ পরীক্ষা শতভাগ ত্রুটিমুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। এছাড়াও বোর্ড পরীক্ষায় সঠিক, বৈজ্ঞানিক ও অভিন্ন মূল্যায়নের জন্য সিবিএসই-র চালু করা অন-স্ক্রিন মার্কিং পদ্ধতির সমালোচনাও খারিজ করে দেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর মতে, শহরের উন্নত স্কুলে পড়া সচ্ছল পরিবারের ছাত্রছাত্রী এবং দূরবর্তী গ্রামের মেধাবী পড়ুয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংসদ বিপ্লব দেবের আবেদনে সাড়া

নিয়মিত হল আগরতলা রানাকমলাপতি ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে ।। ত্রিপুরার রেল যাত্রীদের জন্য বড় সুখবর। সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব-এর আবেদনে সাড়া দিয়ে আগরতলা—রাণী কমলাপতি স্পেশাল ট্রেনকে নিয়মিত ট্রেন হিসেবে চালানোর অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক।

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এক চিঠির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমানে চলাচলকারী ০১৬৬৬/০১৬৬৫ আগরতলা—রাণী কমলাপতি স্পেশাল ট্রেনকে এবার নিয়মিত ট্রেন হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এই ট্রেনটি ১১৬৬৬/১১৬৬৫ নম্বরে "আগরতলা---রাণী কমলাপতি এক্সপ্রেস" নামে চলাচল করবে।

এই সিদ্ধান্তে ত্রিপুরার যাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হলো বলে মনে করছেন অনেকেই। সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, যাত্রীসাধারণের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই তিনি এই দাবি জানিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগে ত্রিপুরার মানুষ উপকৃত হবেন বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সরকারি কর্মচারীদের দ্বিতীয় দফায় পদোন্নতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে ।। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন থাকায় বহু সরকারি কর্মচারী পদোন্নতি-জনিত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার কর্মচারীদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে এড-হক পদোন্নতি নীতি চালু করেছিল। এর ফলে দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে বহু সরকারি কর্মচারী পদোন্নতির সুযোগ পান।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, এই নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের কর্মচারীদের স্বার্থ যাতে কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা-র উদ্যোগে অ্যাডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার ভিত্তিতে এবং রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এড-হক পদোন্নতিকে নিয়মিতকরণ করা হয়। পাশাপাশি, পদোন্নতির ভিত্তিতে পেনশন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন, তা দূর করতেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

বর্তমানে যেসব সরকারি কর্মচারী এখনও পদোন্নতির সুযোগ পাননি, তাঁদের বিষয়েও রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। সেই লক্ষ্যে দ্বিতীয় দফায় যোগ্য কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদানের উদ্যোগ নিয়ে শুক্রবার সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্টাস পরীক্ষার ফল প্রকাশিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে ।। ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স ২০২৬ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। আজ ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের চেয়ারম্যান ডা: রাজা চক্রবর্তী ফলাফলের ঘোষণা দিয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, এবছর মোট ৪৭৩১ পরীক্ষার্থী রাজ্যের ১৫ টি কেন্দ্রে পরীক্ষায় বসে। এদের মধ্যে ২০৮৬ জন ছাত্র এবং ২৬৪৫ জন ছাত্রী। আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৬০৪ জন পি.সি.এম. গ্রুপের জন্য, ২৬৬৬ জন পি.সি.বি. গ্রুপের জন্য এবং ১৪৬১ জন উভয় গ্রুপের জন্য আবেদন করেছে। এবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় আটটি পরীক্ষা কেন্দ্র এবং বাকি সব জেলাতে একটি করে পরীক্ষা কেন্দ্র রাখা হয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, পি সি এম গ্রুপে প্রথম হয়েছেন অর্ঘ্যজ্যোতি সাহা, দ্বিতীয় অনিমেষ সরকার এবং তৃতীয় হয়েছেন আকাশ চৌধুরী। অন্যদিকে পি সি বি গ্রুপে প্রথম হয়েছেন বৈভব রায়, দ্বিতীয় আকাশ চৌধুরী এবং তৃতীয় হয়েছেন অর্ণব মিত্র।

অয়েল পাম চাষে সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে ঃ মন্ত্রী রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে ।। ত্রিপুরায় অয়েল পাম চাষের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ নিয়ে আজ কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতন লাল নাথ -এর সঙ্গে বৈঠক করল গোদরেজ অ্যাগ্রোভেট এর একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল।

প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অয়েল পাম বিজনেসের সিইও সৌগত নিয়োগী, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের প্রধান ড. কমলেশ ফন্ডেকার, মালয়েশিয়ার এসডি গুথ্রি-র প্রাক্তন গবেষণা ও উন্নয়ন প্রধান ড. হরি কুলাভীরাসিংগাম এবং অয়েল পাম বিজনেসের গবেষণা ও উন্নয়ন প্রধান ড. সন্তোষ স্বামী।

বৈঠকে মূলত ত্রিপুরার ঊনকোটি, ধলাই এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় চলমান অয়েল পাম চাষ প্রকল্পগুলির অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রতিনিধিদল জানায়, রাজ্যের বিভিন্ন চা-বাগানে পরীক্ষামূলকভাবে অয়েল পাম চাষ ইতিবাচক ফলাফল দিচ্ছে এবং এতে চা গাছ বা অয়েল পাম কোনও ক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে না। ফলে ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে চা-বাগানে অয়েল পাম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বজ্রাঘাতে কৃষকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে ।। ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমায় বজ্রপাতে এক কৃষকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় এলাকাজুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। শুক্রবার দুপুরে কমলপুর থানার অন্তর্গত মেথির মিয়া গ্রামে এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটে। মৃত কৃষকের নাম সুশীল দাস (৩৯)। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আবাসনে উদ্ধার যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে ।। রাজধানী আগরতলা শহরের ধলেশ্বর জেল আশ্রম রোড এলাকায় এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার সকালে মাঙ্গলিক বিয়ে বাড়ির পাশের এমডি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়।

মৃত যুবকের নাম কিষান দাস। জানা গেছে, তিনি একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। পরিবারের সদস্যদের দাবি, শুক্রবার সকালেও তাকে স্বাভাবিকভাবে বাড়ির ভিতরে হাঁটাহাঁটি করতে দেখা গিয়েছিল। পরে সকাল সাড়ে নয়টা থেকে পৌনে দশটার মধ্যে পরিবারের লোকজন ঘরে এসে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান।

মৃতের বাবা জানান, ছেলেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে দ্রুত নিচে নামিয়ে এনে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। বুকে চাপ দেওয়া থেকে শুরু করে জল দেওয়া সহ বিভিন্নভাবে প্রাণ ফেরানোর চেষ্টা করা হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পরে খবর দেওয়া হয় আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ-কে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাটি নিয়ে বিবাদের জেরে কোদালের আঘাতে জখম মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে ।। মাটি নিয়ে বিবাদের জেরে গুরুতর আহত হলেন জোৎস্না দেবনাথ নামে এক মহিলা। অভিযুক্ত লক্ষণ দেবনাথের কোদালের আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, খোয়াই-তেলিয়ামুড়া সড়ক প্রশস্তকরণের কাজ চলছে। রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা রাস্তার দু'পাশে মাটি ভরাট করছে। অভিযোগ, মোহরছড়া বাজার সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা জোৎস্না দেবনাথ প্রতিদিন ওই রাস্তার পাশ থেকে মাটি নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতেন। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের সঙ্গে তার দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ চলছিল।

শনিবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা চরমে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী, লক্ষণ দেবনাথ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে জোৎস্না দেবনাথের তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোদাল দিয়ে মহিলার মাথায় আঘাত করেন। গুরুতর জখম হয়ে ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন জোৎস্না দেবনাথ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলেজ পড়ুয়াদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে নামছে এবিভিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে ।। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের একাধিক সমস্যা নিয়ে সরব হল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে করে গ্রীষ্মের ছুটির পর বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন সংগঠনের ত্রিপুরা প্রদেশ সম্পাদক রবি শঙ্কর হালদার।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। বিশেষ করে সম্প্রতি চতুর্থ ও ষষ্ঠ সেমিস্টারের ফল প্রকাশের পর বহু ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রে গুরুতর অসঙ্গতি সামনে এসেছে। অভিযোগ, পরীক্ষায় উপস্থিত থাকার পরও অনেকের মার্কশিটে 'অনুপস্থিত' দেখানো হয়েছে।

তিনি আরও জানান, বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। বরং কিছু ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের মার্কশিটে পরীক্ষায় উপস্থিত দেখানো হলেও অন্যান্য বিষয়ে ফেল করিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। এই সমস্যা সমাধানের দাবিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২৩ মে ২০২৬ ইং
৮ জৈষ্ঠ্য, শনিবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

‘প্রকৃতি বাঁচিলে মানুষ বাঁচিবে’

বিশ্ব জৈববৈচিত্র্যের মানচিত্রে ত্রিপুরাসহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অনন্য একটি স্থান দখল করিয়া আছে। বিশ্বজুড়িয়া যে ৩৬টি ‘জৈববৈচিত্র্য হটস্পট’ চিহ্নিত করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে অন্যতম হইলো ‘ইন্দো-বার্মা হটস্পট’। উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং ত্রিপুরা মূলত এই হটস্পটেরই অংশ।উত্তর-পূর্ব ভারত হইলো ভারতীয়, ইন্দো-মালয় এবং ইন্দো-চীনএই তিন ধরনের জৈব-ভৌগোলিক অঞ্চলের একটি মিলনস্থল। এই কারণে এখানে অবিশ্বাস্য রকমের উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈচিত্র্য দেখা যায়।ভারতের মোট বনভূমির সিংহভাগ এই অঞ্চলেই অবস্থিত। এখানকার চিরহরিৎ এবং আধা-চিরহরিৎ অরণ্য অসংখ্য বিরল প্রজাতির আশ্রয়স্থল।ভারতের প্রায় ৫০ু উদ্ভিদ প্রজাতির সন্ধান মেলে এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। বিশেষ করিয়া অরকিড এবং বাঁশ -এর বৈচিত্র্যের জন্য এই অঞ্চল বিশ্বখ্যাত। ভারতের মোট অরকিড প্রজাতির একটি বিশাল অংশ এখানে পাওয়া যায়। ক্লাউডেড লেপার্ড এবং ভারতের একমাত্র লেজহীন বানর প্রজাতির হোম বা হুলক গিবন এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি ছোট রাজ্য হইলেও ভৌগোলিক অবস্থান এবং জলবায়ুর কারণে ত্রিপুরা জৈববৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ।ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইলো এই বিপন্ন প্রজাতির বানর। এটি ত্রিপুরার রাজ্য প্রাণী এবং বিশ্বের খুব কম অঞ্চলেই এটি টিকিয়া রহিয়াছে।সিপাহীজলা ও তৃষ্ণা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে ক্লাউডেড লেপার্ড, লিজার্ড, বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ এবং অজগর দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিপুরায় প্রায় ৩০০-র বেশি প্রজাতির পাখি এবং অসংখ্য রঙিন প্রজাপতির সন্ধান মিলে।ত্রিপুরাকে বাঁশ ও বেতের বৈচিত্র্যের জন্য অন্যতম সেরা রাজ্য ধরা হয়। এখানে প্রায় ২১টিরও বেশি প্রজাতির বাঁশ জন্মায়।ত্রিপুরার অর্থনীতি ও প্রকৃতির একটি বড় অংশ জুড়িয়া আছে আগর গাছ। এর সুগন্ধি তেল বিশ্বজুড়িয়া সমাদৃত।এখানকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ ঐতিহ্যগতভাবে প্রায় শতশত প্রজাতির বন্য ঔষধি গাছ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, যাহা বিশ্ব ফার্মাসিউটিক্যালসের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।যদিও বিশ্ব জৈববৈচিত্র্যের মানচিত্রে এই অঞ্চলের অবস্থান অত্যন্ত উঁচুতে, তবুও বর্তমানে কিছু গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখে পড়িয়াছে এই প্রকৃতি। পাহাড়ে ঐতিহ্যবাহী ঝুম চাষের চক্র ছোট হইয়া আসায় বনের ক্ষতি হইতেছে।জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অবৈধ কাঠ কাটার ফলে বন্যপ্রাণীদের বাসস্থান সংকুচিত হইতেছে।বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে এই অঞ্চলের সংবেদনশীল বাস্তুতন্ত্র মারাত্মক হুমকির মুখে।বিশ্ব জৈববৈচিত্র্যের প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্ব ভারত কেবল ভারতের নয়, সমগ্র পৃথিবীর একটি ’প্রাকৃতিক ফুসফুস’ এবং জিনগত বৈচিত্র্যের ভাণ্ডার। আন্তর্জাতিক পরিবেশ বিজ্ঞানী ও গবেষকদের কাছে তাই এই অঞ্চলের সংরক্ষণ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা এবং মানুষের অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিবার জন্য জীববৈচিত্র্য বা জৈব বৈচিত্র্য রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। জলবায়ু পরিবর্তন, বনভূমি ধ্বংস এবং দূষণের কারণে আজ বহু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্তির পথে।জৈব বৈচিত্র্য রক্ষায় সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের প্রাকৃতিক বাসস্থান বা বনভূমি ধ্বংস করা বন্ধ করিতে হইবে।সংকটাপন্ন এলাকাগুলোকে অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান এবং বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হিসাবে ঘোষণা করিয়া আইনি সুরক্ষা দিতে হইবে।পতিত জমি ও পাহাড়ী অঞ্চলে বেশি করিয়া দেশীয় প্রজাতির গাছ লাগাইতে হইবে।বন্যপ্রাণী শিকার, হত্যা এবং চামড়া, দাঁত বা শিং পাচার বন্ধে কঠোর আইন ও শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে।বিপন্ন প্রজাতি রক্ষায় আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো কঠোরভাবে মানিয়া চলিতে হইবে। কৃষিকাজে অতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমাইতে হইবে, কারণ এগুলো মাটির অণুজীব ও জলজ জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে।শিল্পকারখানার রাসায়নিক বর্জ্য এবং প্লাস্টিক দূষণ রোধ করিতে হইবে, যাহা নদী ও সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্রের ব্যাপক ক্ষতি করিতেছে।জীবকে তাহার নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে রাখিয়া সংরক্ষণ করা যেমন: সুন্দরবন বা কোনো নির্দিষ্ট বনাঞ্চল রক্ষা করা।সংকটাপন্ন প্রজাতিকে তাহাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের বাইরে কৃত্রিম উপায়ে টিকাইয়া রাখা। যেমন চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন, এবং জিন ব্যাংক বা বীজ ব্যাংক স্থাপন করা। রাস্তাঘাট, কলকারখানা বা বাঁধ নির্মাণের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন তাহা স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি না করে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাইয়া নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করিতে হইবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের সাহায্যে সাধারণ মানুষকে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব বোঝাইতে হইবে। বনাঞ্চলের আশেপাশে বসবাসকারী মানুষ বা আদিবাসীদের বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় শামিল করিতে হইবে এবং তাহাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।জীববৈচিত্র্য রক্ষা কেবল কোনো একটি দেশের দায়িত্ব নয়, এটি সমগ্র মানবজাতির টিকিয়া থাকিবার লড়াই। ’প্রকৃতি বাঁচিলে মানুষ বাঁচিবে’এই নীতি মানিয়া আমাদের আজই সচেতন হইতে হইবে।

পরমাণু বোমার জনক ওপেনহাইমার: নায়ক নাকি খলনায়ক

রবার্ট ওপেনহাইমার। পারমাণবিক বোমার জনক। এ জন্য তাঁর অনেক সমালোচনা আছে। তিনি নিজেও নিজের কাজ নিয়ে দোলাচলে ছিলেন বলে জানা যায়। তবে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তাঁর ভূমিকা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আজ ২২ এপ্রিল ওপেনহাইমারের জন্মদিন। এই দিনে জেনে নিন আধুনিক প্রমিথিউস ওপেনহাইমারের জীবনের নানা দিক, পারমাণবিক বোমা নিয়ে তাঁর ভাবনা... কাজী আকাশ

১৬ জুলাই, ১৯৪৫ সাল।যুক্তরাষ্ট্রের ইয়োর্নাদা দেল মুয়ের্তো মরুভূমি। সেখানে একটি বাঙ্কারের মধ্যে কাউন্টডাউনের অপেক্ষা করছেন একজন বিজ্ঞানী। বাঙ্কার থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা হতে যাচ্ছে। সাংকেতিক নাম ট্রিনিটি।

কাউন্টডাউন শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন শেষ হচ্ছে না। প্রতিটি সেকেন্ডকে মনে হচ্ছে অনন্তকাল। ভেতরে ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনা কাজ করছে বিজ্ঞানীর মনে। সফলভাবে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরিত হলে তাঁর তিন বছরের পরিশ্রম সার্থক হবে। ইতিহাসের পাতায় উঠে আসবেন। বিজ্ঞানীর নাম জুলিয়াস রবার্ট ওপেনহাইমার।

উচ্চতা ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি। দেখতে হালকা পাতলা। মনে হয় একটা রোগা কঙ্কালসার শরীর হেঁটে যাচ্ছে। এই প্রজেক্টে কাজ করতে গিয়ে শরীরের এ হাল। ওজন হয়েছে মাত্র ৫২ কেজি। এরকম একজন লম্বা মানুষের জন্য এই ওজন অনেক কম। ট্রিনিটি টেস্ট, মানে প্রথম পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ পরীক্ষার আগের রাতে তাঁর ঘুম হয়েছে মাত্র চার ঘণ্টা। দুশ্চিন্তায় ঘুমাতে পারেননি। মাথায় একটাই চিন্তাপারবেন তো সফল হতে!

বিস্ফোরণের আগ মুহূর্তে ওপেনহাইমারের পাশে উপস্থিত ছিলেন এক সামরিক কর্মকর্তা। তিনি জানান, সে সময় ওপেনহাইমার আরও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। যেন নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিলেন না। ‘এখন আমিই মৃত্যু, আমিই বিশ্ব ধ্বংসকারী।’

রবার্ট ওপেনহাইমার—কাউন্টডাউন শেষ হতেই ঘটল বিস্ফোরণ। যেন সূর্যকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ২১ কিলোটন টিএনটি সমৃদ্ধ বোমাটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণ। এর শকওয়েভ ১৬০ কিলোমিটার দূর থেকেও টের পাওয়া গিয়েছিল। কেঁপে উঠেছিল মরুভূমি। আকাশজুড়ে দেখা গিয়েছিল মাশরুম আকৃতির মেঘ। এ ঘটনা দেখে ওপেনহাইমার দারুণ স্বস্তি পেয়েছিলেন।

১৯৪৫ সালের ট্রিনিটি টেস্ট-- কয়েক মিনিট পরে ওপেনহাইমারের বন্ধু ও সহকর্মী ইসিডোর রবি তাঁকে দূর থেকে দেখতে পান। তিনি বলেন, ‘আমি কখনো তাঁর সেই হাঁটার দৃশ্য ভুলব না। যেভাবে গাড়ি থেকে নেমেছিলেন, তাও ভোলা সম্ভব নয়। তিনি এমন দৃপ্ত পায়ে হেঁটে এসেছিলেন, দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, নিজের কাজটা ঠিকভাবে করতে পেরেছেন।’ ১৯৬০-এর দশকে এক সাক্ষাৎকারে ওপেনহাইমার নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। তাঁর দাবি, বিস্ফোরণের কয়েক মিনিট পরে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ভগবত গীতার একটি শ্লোক মনে পড়ে তাঁর। শ্লোকটি ছিল, ‘এখন আমিই মৃত্যু, আমিই বিশ্ব ধ্বংসকারী।’

এরপর তাঁর বন্ধুদের থেকে জানা যায়, ওপেনহাইমার ধীরে ধীরে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর মধ্যে ভর করে বিষণ্ণতা। কারণ তিনি জানতেন, এরপর কী ঘটতে চলেছে। ২০০৫ সালে ইতিহাসবিদ কা বার্ড ও মার্টিন জে শেরউইন ওপেনহাইমারকে নিয়ে জীবনীগ্রন্থ লেখেন। নাম আমেরিকান প্রমিথিউস। সেই বইয়ে উল্লেখ করা হয়, ১৯৪৫ সালের ওই দিনটি ছিল ওপেনহাইমারের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোর একটি। সেই বইয়ের ওপর নির্ভর করেই ২০২৩ সালের ২১ জুলাই মুক্তি পায় ক্রিস্টোফার নোলান পরিচালিত ওপেনহাইমার মুভিটি।

আমেরিকান প্রমিথিউস বইয়ের প্রচ্ছদ— জাপানের আসন্ন পরিণতি নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করতেও শোনা গেছে তাঁকে। কিন্তু কয়েকদিন পরে তাঁর চিন্তা-চেতনা ফের পাল্টে যায়। কীভাবে বোমা ফেলে সর্বোচ্চ ক্ষতি করা যায়, সে চেষ্টা তিনি করেছিলেন। ২০০৫ সালে কা বার্ড ও মার্টিন জে শেরউইনের লেখা আমেরিকান প্রথিমিউস বইয়ে উল্লেখ করা হয়, ওপেনহাইমার সামরিক কর্মকর্তাদের বলেছিলেন, যাতে বৃষ্টির দিনে বোমা বিস্ফোরণ না করা হয়। আর খুব বেশি ওপর থেকেও বোমা ফেলতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ তাতে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কমে যেত। ট্রিনিটি টেস্টের এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে জাপানের হিরোশিমায় সফলভাবে বোমা বিস্ফোরিত হয়। ওপেনহাইমার তখন পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজয়ী যোদ্ধাদের মতো দু-হাত ওপরে তুলেছিলেন। যেন একই মানুষের দুটি ভিন্ন রূপ।

ওপেনহাইমার ছিলেন অন্যদের থেকে আলাদা। দুর্বল, লাজুক, কিন্তু ভীষণ বুদ্ধিমান ওপেনহাইমার ছিলেন ম্যানহাটন প্রকল্পের প্রধান পরিচালক। তিনি ছাড়া হয়তো অন্য কেউ এত দ্রুত পরমাণু বোমাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারত না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর জেরেমি বার্নস্টাইন নামে এক ব্যক্তি ওপেনহাইমারের সঙ্গে কাজ করেন। ২০০৪ সালে আ পোর্টর্টে অব অ্যান এনিগমা বইয়ে তিনি লিখেছেন, ‘ওপেনহাইমারের পরিবর্তে লস আলামোসের পরিচালক অন্য কেউ হলে, ভালো বা খারাপ যেভাবেই হোক, যুদ্ধ শেষ হতোতবে পারমাণবিক বোমার ব্যবহার হতো না।’ ওপেনহাইমারের চরিত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, মহানুভবতা, হতাশাসবই ছিল। বার্ড ও শেরউইন ওপেনহাইমারকে ‘রহস্য’ বলে অভিহিত করেছেন। একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী হয়েও তাঁর মধ্যে ছিল বড় নেতার গুণাবলি। শৈশব থেকেই তিনি বন্ধুদের কাছেও ছিলেন রহস্যময় এক মানুষ। ১৯০৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন ওপেনহাইমার। তাঁর বাবা-মা জার্মান থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। ইহুদি ছিলেন তাঁরা। বাবার ছিল টেক্সটাইলের ব্যবসা। এ ব্যবসার মাধ্যমেই ধনী হয়েছিল ওপেনহাইমারের পরিবার। নিউইয়র্কের আপার ওয়েস্ট সাইডে তাঁদের একটি বড় অ্যাপার্টমেন্ট ছিল। সেখানে ছিল তিনজন কাজের মেয়ে, একজন ড্রাইভার। আর বাড়ির দেয়ালে শোভা পেত ইউরোপের শিল্পীদের আঁকা ছবি।

এই বিলাসবহুল বাড়িতে থেকেও ওপেনহাইমার ছোটবেলা থেকেই ছিলেন লাজুক স্বভাবের। তাঁর শৈশবের এক বন্ধুর মতে, ‘ওপেনহাইমার ছিলেন অন্যদের থেকে আলাদা। দুর্বল, লাজুক, কিন্তু ভীষণ বুদ্ধিমান। ’খেলাধুলার নেশা ওপেনহাইমের কস্মিনকালেও ছিল না। শৈশবে যখন বন্ধুরা মাঠে খেলত, তিনি তখন সেন্ট্রাল পার্ক ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করতেন। সমবয়সী বন্ধুরা তাঁকে দুর্বল বলে খ্যাপাত। নয় বছর বয়সেই গ্রিক ও লাতিন ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠেন তিনি। একবার নিউইর্কের মিনারেলজিক্যাল ক্লাবে তাঁর পাওয়া খনিজ পদার্থ সম্পর্কে একটি চিঠি লিখেছিলেন। ওই বয়সেই এত দক্ষতার সঙ্গে চিঠি লিখেছিলেন যে ক্লাবটি তাঁকে প্রাপ্তবয়স্ক ভেবে ভুল করে। খনিজ পদার্থের বিষয়ে একটি আলোচনা সভার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণও জানানো হয়েছিল। বার্ড ও শেরউইনের মতে, ‘ওপেনহাইমার যা ভাবতেন বা করতেন, তা নিয়েই সব সময় ব্যস্ত থাকতেন। খেলাধুলায় তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। সাধারণ বাচ্চাদের মতো না হওয়ায় তাঁকে প্রায়ই বিদ্রুপের শিকার হতে হতো। বন্ধুরা উপহাস করতে ছাড়ত না। কিন্তু তাঁর বাবা-মা ছেলের প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন।’ ওপেনহাইমার একবার বলেছিলেন, ‘আমি আবার বাবা-মায়ের আস্থার প্রতিদান দিয়েছি। যারা আমাকে শৈশবে অপমান করেছে, তারা আমার সংস্পর্শে আসতে পারেনি। এটা তাদের দুর্ভাগ্য।’ আরেকবার তিনি এক বন্ধুর উপহাসের জবাবে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন, ‘একটা বইয়ের যেকোনো পৃষ্ঠা উল্টে বলতে পারবে, হ্যাঁ আমি এ বিষয়ে অবশ্যই জানি?’ ওপেনহাইমার হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় গিয়েছিলেন রসায়ন পড়তে। একই সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের কোর্সও ছিল। পদার্থবিজ্ঞান পড়তে গিয়ে তাঁর ভালো লেগে যায়। কারণ ল্যাবে বসে বসে টেস্ট করতে ভালো লাগত না। এ নিয়ে শিক্ষকের সঙ্গে মনোমালিন্য লেগেই থাকত। একদিন একটি আপেলের মধ্যে বিষাক্ত রাসায়নিক ভরে রেখে দিয়েছিলেন ওই শিক্ষকের টেবিলে। সৌভাগ্যবশত শিক্ষক সে আপেল খাননি। কিন্তু তিনি ধরা পড়ে যান। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়ার তোড়জোড় চলছিল। কিন্তু তা না করে তাঁকে মনোবিজ্ঞানীর স্মরনাপন্ন হতে বলা হয়। মনোবিজ্ঞানী তাঁকে দেখে জানান, ‘ওপেনহাইমার সাইকোসিস রোগে ভুগছেন। চিকিৎসা করেও এ রোগ ভালো হবে না।’ মনোবিজ্ঞানীরা তাঁকে যে সমস্যার সমাধান দিতে পারেননি, সেই সমস্যার সমাধান তিনি পেয়েছিলেন সাহিত্যে

সেই সময়ের কথা স্মরণ করে ওপেনহাইমার পরে লিখেছিলেন, তিনি বড় দিনের ছুটিতে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশত সে কাজটি আর করেননি। পরের বছর বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যান প্যারিসে। সেখানে তাঁর এক কাছের বন্ধু ফ্রান্সিস ফার্গুসন ওপেনহাইমারের বান্ধবীকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। রেগে যান ওপেনহাইমার। পেছন থেকে ফ্রান্সিসকে শ্বাস রোধ করে মারার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু এবারও সৌভাগ্য তাঁর সঙ্গে ছিল।

ফ্রান্সিস এ ব্যাপারে বলেছেন, ‘আমি ঘাড়ে আঘাত পেয়েছিলাম। তবে সময় মতো দূরে সরে যেতে সক্ষম হই। ওপেনহাইমার কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।’

মনোবিজ্ঞানীরা তাঁকে যে সমস্যার সমাধান দিতে পারেননি, সেই সমস্যার সমাধান তিনি পেয়েছিলেন সাহিত্যে। মার্সেল প্রুস্তের আ লা রেচারচে ডু টেম্পস পারডু পড়ে তাঁর অভ্যাস পরিবর্তন হয়। সাহিত্য ও দর্শন পাঠ করতে করতে সেরে যায় তাঁর সাইকোসিস রোগ। ফলে প্যারিস থেকে তিনি ফেরেন সহনশীল হয়ে।

১৯২৬ সালে ওপেনহাইমার গটিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা ইনস্টিটিউটের পরিচালকের সঙ্গে দেখা করেন। পরিচালক বুঝতে পারেন তাঁর প্রতিভা। তাঁকে সেখানে পড়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান পরিচালক। এখান থেকেই তিনি পিএইচডি ও পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ অর্জন করেন। সেখানে তাঁর অনেক বন্ধু হয়েছিল। তাঁরাই পরে যোগ দিয়েছিল লস অ্যালামোসের ট্রিনিটি প্রকল্পে।

যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে ওপেনহাইমার কিছুদিন কাজ করেন হাভার্ডে। কয়েকমাস কাজ করার পর চলে যান বার্কলির ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুরু করেন নিজের গবেষণা। এ সময় মহাজাগতিক রশ্মি ও পরমাণুর বিভাজন নিয়ে কাজ করেন তিনি। ১৯৩০-এর দশকের শুরুর দিকে ভগবত গীতা পড়ার জন্য সংস্কৃতি ভাষা শেখেন। কুরু-পাণ্ডবদের যুদ্ধের কাহিনী তাঁকে পারমাণবিক বোমা তৈরিতে উৎসাহিত করেছিল। ১৯৩২ সালে ওপেনহাইমার তাঁর ভাইকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন, ‘যুদ্ধের সময় গীতায় বর্ণিত দর্শন কাজে লাগানো যেতে পারে।’ ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ওপেনহাইমার দেখা করেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ জিন ট্যাটলকের সঙ্গে। তাঁর প্রেমে পড়ে যান ওপেনহাইমার। অবশ্য এই চিকিৎসকের চিন্তাভাবনাও ছিল ওপেনহাইমারের মতো রহস্যময়। ওপেনহাইমার তাঁকে একাধিকবার বিয়ের প্রস্তাব দিলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ সময় ওপেনহাইমার ও ট্যাটলকের মধ্যে রাজনীতি, বিশেষ করে কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হতো। কারণ ট্যাটলক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। এ জন্য পরে ওপেনহাইমারকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে ওপেনহাইমারছবি: আলফ্রেড আইজেনস্টায়েড ১৯৪০ সালে জীববিজ্ঞানী ক্যাথরিন কিটি হ্যারিসনকে বিয়ে করেন ওপেনহাইমার। তখনও ট্যাটলকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিটি ওপেনহাইমারের সঙ্গে ম্যানহাটন প্রজেক্টে কাজ করেছিলেন। ফ্লেবোটোমিস্ট হিসেবে যুক্ত ছিলেন তিনি। তাঁর কাজ ছিল বিকিরণের ভয়াবহতা নিয়ে গবেষণা করা।

১৯৩৯ সালে পদার্থবিদরা রাজনীতির চেয়ে যুদ্ধ নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন। এ বিষয়ে আলবার্ট আইনস্টাইন মার্কিন সরকারকে একটি চিঠি লেখেন। ১৯৪২ সালের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যায়, পারমাণবিক বোমা বানানো সম্ভব। কিন্তু কে বানাবে? নিশ্চয়ই দেশের সেরা বিজ্ঞানীরা। তখন সেরা বিজ্ঞানীদের তালিকা করতে গেলে যে তাঁর নাম আসবে, ওপেনহাইমারও তা বুঝতে পেরেছিলেন। সেভাবে প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন নিজে। এ জন্যই কমিউনিস্টদের সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দেন তিনি। কারণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার এ ব্যাপারে জানতে পারলে তাঁকে আর এ প্রকল্পে নেওয়া হতো না। ‘বিজ্ঞানী হিসেবে পারমাণবিক বোমা বানানো শুধু আমাদের কাজ। সেটা কীভাবে ব্যবহৃত হবে, তা দেখা আমাদের কাজ নয়।’

রবার্ট ওপেনহাইমার– ওপেনহাইমার এ ব্যাপারে তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন, ‘আমি যদি কমিউনিস্ট কোনো বন্ধুর সঙ্গে শুধু যোগাযোগও রাখি, তবু সরকারের পক্ষে আমাকে ব্যবহার করা কঠিন হয়ে পড়বে। আমি চাই না জাতির কাছে আমার গ্রহণযোগ্যতা বিঘ্নিত হোক।’ মূলত এ কারণেই তাঁর প্রথম বান্ধবী ট্যাটলকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। গোপনে দেখা করার কারণে বিপদে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। পারমাণবিক বোমা প্রকল্পের জন্য ওপেনহাইমারের নাম প্রস্তাব করা হলে অনেকেই বিরোধিতা করেন। তবে তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে কারো দ্বিমত ছিল না। তাই ম্যানহাটন প্রকল্পের সামরিক বাহিনির প্রধান জেনারেল লেসলি গ্রোভস তাঁকে প্রকল্পের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন।

লেসলি গ্রোভস ও ওপেনহাইমার যুদ্ধের পরে ওপেনহাইমারের চিন্তায় পরিবর্তন আসে। তিনি পারমাণবিক অস্ত্রকে ‘শয়তানের কাজ’ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। ১৯৪৫ সালের অক্টোবরে ওপেনহাইমারকে ডেকেছিলেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান। ওপেনহাইমার রাষ্ট্রপতিকে বলেছিলেন, ‘আমি টের পাই, আমার হাতে রক্ত লেগে আছে।’ জবাবে ট্রুম্যান বলেছিলেন, ‘রক্ত লেগেছে আমার হাতে। ও নিয়ে আমাকেই ভাবতে দাও।’ গীতা পড়ে দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন ওপেনহাইমার। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন হাতে অস্ত্র তুলে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন, এতে তাঁর প্রিয়জনেরা মারা পড়বেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁকে বোঝায়, যারা এ যুদ্ধে মারা যাবেন, তাঁদের মৃত্যু আগেই তিনি লিখে রেখেছেন। অর্জুন হবেন শুধু তাঁদের মৃত্যুর হাতিয়ার।

পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের আগে একই সুরে কথা বলেছিলেন ওপেনহাইমারও। তাঁর সহকর্মীদের বলেছিলেন, ‘বিজ্ঞানী হিসেবে পারমাণবিক বোমা বানানো শুধু আমাদের কাজ। সেটা কীভাবে ব্যবহৃত হবে, তা দেখা আমাদের কাজ নয়।’ কিন্তু যুদ্ধের পরে তাঁর এ মত পাল্টে যায়। পারমাণবিক বোমা সফলভাবে বিস্ফোরণের পরে তাঁকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল আরও শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমা তৈরির জন্য। কিন্তু ওপেনহাইমার সরাসরি এর বিরোধিতা করেন। হঠাৎ এ ধরনের বিরোধিতা ভালো চোখে দেখেনি মার্কিন সরকার। ১৯৫৪ সালে তাঁর বিরুদ্ধে মার্কিন সরকার তদন্ত শুরু করে। বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দেওয়া হয় তাঁকে। কেড়ে নেওয়া হয় তাঁর সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স। এ সময় অনেক একাডেমিক সদস্য তাঁর পক্ষ নিয়েছিলেন। সাহায্য করেছিলেন ওপেনহাইমারকে। কিন্তু মার্কিন সরকার তারপরও তদন্ত করে। অবশ্য তদন্তে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আইনস্টাইন ও ওপেনহাইমার বিজ্ঞানের কাজ নতুন জিনিস শেখা, একই ভুল দুবার করা নয় অনেক পরে মার্কিন সরকার নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। ১৯৬৩ সালে তাঁকে তাই এনরিকো ফার্মি পুরস্কার দেওয়া হয়। আর সিকিরিউটি ক্লিয়ারেন্সও ফেরত দেওয়া হয় তাঁর মৃত্যুর ৫৫ বছর পর, ২০২২ সালে। ওপেনহাইমারের বাকি জীবন কেটেছে দোলাচলের মধ্যে। একদিকে তিনি নিজের কাজ নিয়ে যেমন গর্বিত ছিলেন, তেমনি এর পরিণতি নিয়েও ভুগেছেন অপরাধবোধে। তাঁর জীবনের শেষ ২০ বছর কাটে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির প্রিন্সটন ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্স স্টাডির পরিচালক হিসেবে। এ সময় তিনি আইনস্টাইন ও অন্যান্য পদার্থবিদদের সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন, বিজ্ঞানের নিজস্ব প্রভাবগুলো আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য মানবিকতার প্রয়োজন। বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই প্রচণ্ড ধূমপান করতেন ওপেনহাইমার। এর প্রভাবে তিনি যক্ষা রোগে আক্রান্ত হন। ১৯৬৭ সালে গলার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান ৬৩ বছর বয়সে। মৃত্যুর দুই বছর আগে ওপেনহাইমার বলেছিলেন, ‘বিজ্ঞানের কাজ নতুন জিনিস শেখা, একই ভুল দুবার করা নয়।’ ওপেনহাইমারের অনেক সমালোচনা আছে। পারমাণবিক বোমার জনক হিসেবে ইতিহাসে তাঁর নাম লেখা আছে বটে, তবে এর মন্দ দিকের পাশাপাশি, বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তাঁকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

সূত্র: বিবিসি ডট কম

মারের সাগর পাড়ি দেব

মারের বদলা কি মার হয় রবীন্দ্রনাথে? না। শুরু হয় প্রতিহিংসাহীন ত্যাগ আর আত্মদানের মধ্য দিয়ে এক গভীর চলা। কখনও কখনও একলা চলা। আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলা। ‘রক্তকরবী’র নন্দিনী যখন রাজার বিরুদ্ধে লড়াইতে নামে, সে নিহত রঞ্জনের দেহ থেকে অপরাজয়ের স্বর শুনতে পায়। সরদারের বর্শার আগায় দুলতে থাকা কুন্দফুলের মালাটিকে সে তার বুকের রক্তে লাল করে দিতে ছুটে যায়। শৈবাল বসু

হনন তাঁকে ব্যথা দিত। ২০ বছর বয়সে লেখা ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’য় হননজীবী দস্যুদলের নেতাকে তিনি একটি হত্যাভয়ে ভীত বালিকার (প্রতি) সানুকম্প (সহমর্মী) করে তোলেন। কেমন সেই দস্যুদল? ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে যাদের মধ্যে নিরন্তর অভিযোগ লেগেই থাকে। যেমন এক দস্যুর বিষয়ে আরেকজনের উক্তি:--‘কাজের বেলায় উনি কোথা যে ভাগেন

ভাগের বেলায় আগে আসেন
ওরে দাদা!’

এমন একটি হননজীবী এবং অপহরণজীবী দস্যুদলের অধিনায়ক বাল্মীকির এক হিংস্র ব্যাধের হাতে নিরীহ পাখির হত্যা দেখে গভীর শোক হয়। আর সেই শোক থেকেই জন্ম নেয় শ্লোক। বেদনার উৎসার আদেশের রূপ নেয়। বিশ্বলোকের সকল হন্তারকের উদ্দেশে উচ্চারিত হয় সেই আদেশ: ‘মা নিষাদ প্রতিষ্ঠারং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ’ নিহত প্রাণের জন্য এক সকরুণ শোক থেকেই জন্ম নেয় এই শ্লোক। বাল্মীকির রামায়ণের উৎসবাণী।

সারা জীবনের কর্মে ও কথায় মানুষের সঙ্গে তাঁর সত্য আত্মীয়তার যে-আলোটি দেখতে পাই, তাতে হননের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক হত্যার বিরুদ্ধে দেখি ওঁর অকুণ্ঠিত অবিচল অবস্থান। শেক্সপিয়র পড়ছেন কিশোর রবি, মাস্টারমশাইের আদেশে তরজমা করছেন রাজনৈতিক হিংসার নাটক ‘ম্যাকবেথ’-এর।

ম্যাকবেথ নাটকের রাষ্ট্রের মঙ্গল-অমঙ্গল গুলিয়ে দেওয়ার ডাইনির সেই অপদৈবিক সংলাপ কিশোর রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে আসে এইভাবে:

‘মোদের কাছে ভালোই মন্দ
মন্দ যাহা ভালো যে তাই
অন্ধকারে কোয়াশাতে
ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াই’

ম্যাকবেথ-এ যেভাবে ক্ষমতার রাজনৈতিক হত্যাকে বৈধ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়, ঠিক তেমনই প্ররোচনামূলক ভাষা দেখি রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ নাটকে, রঘুপতির মুখে—

‘কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ?
এ জগৎ মহা হত্যাশালা!
হত্যা অকারণে, হত্যা
অনিচ্ছার বশে’

জানি না কেন, এই ‘হত্যা অনিচ্ছার বশে’ শব্দবন্ধটি পড়লেই আমার ‘চার অধ্যায়’ মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে, উপন্যাসের শেষে কেবলমাত্র দলীয় স্বার্থে অতীনের এলাকে খুন করা, রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়েই দেখতে পাই মানুষের সম্পর্কের চেয়েও বড় হয়ে ওঠা দলীয় রাজনীতির নিষ্ঠুর অনুজ্ঞার ভয়াবহ চেহারাটা।

ঈর্ষা থেকে আসে হিংসা। হিংসা থেকে আসে হিংস্রতা। ‘ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম’, দুর্যোধন একথা উচ্চারণ করে পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সামনে, ‘অন্ধ’ হয়ে থাকা ছাড়া যে রাজার আর কোনও পথ নেই। ফিরে তাকানো যাক সেই ‘গান্ধারীর আবেদন’ কাব্যনাটকের দিকে:

‘ধৃতরাষ্ট্র: জিনিয়া কপটদ্যূতে
তারে কোস জয়! লজ্জাহীন
অহংকারী!
দুর্যোধন:
যার যাহা বল তাই তার অস্ত্র
পিত:,যুদ্ধের সম্বল।
আজ আমি জয়ী পিত:,
তাই অহংকার।’

চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ— সবলের আস্ফালন, হিংস্রতাকে, এবং প্রতিহিংস্রতাকে বৈধ করার ভাষা। যে-রবীন্দ্রনাথ ভগবান বুদ্ধকে ‘সর্বশ্রেষ্ঠ মানব’ বলে মনে করেন, তিনি বুদ্ধ প্রসঙ্গে আলোচনায় লেখেন:--- ‘বাহুবলের সাহায্যে ক্রোধকে প্রতিহিংসাকে জয়ী করার দ্বারা শান্তি মেলে না, ক্ষমাই আনে শান্তি, এ কথা মানুষ আপন রাষ্ট্রনীতিতে সমাজনীতিতে যতদিন স্বীকার করতে না পারবে,ততদিন অপরাধীর অপরাধ বেড়ে চলবে, রাষ্ট্রগত বিরোধের আগুন কিছুতে নিভবে না’। ক্ষমতার দাবিতে নিরীহ নাগরিককে রাষ্ট্রের বলির পাঁঠা করার যে রীতি, সেটি একটি বাক্যে প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘শ্যামা’ নাটকে প্রহরীর উচ্চারণে: ‘চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে চোর চাই, যে করেই হোক চোর চাই, হোক সে যে কোনো লোক চোর চাই।’ নিরীহ অবধ্য প্রাণ ক্ষমতার হাতে নিহত হলে, বিবেকবান সাক্ষীরাও যে গ্রিক নাট্যের অসহায় কোরাসের মতো নিষ্ক্রিয় থাকে, সেটি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ‘শ্যামা’ নাটকের নগর-অঙ্গনাদের একত্র আচরণে, বালক কিশোর উত্তীয় বলি হতে যাচ্ছে জেনেও তাদের, ওই গ্রিক ট্রাজেডির কোরাসের মতোই, অসহায় নিষ্ক্রিয় বিলাপ এঁকে রাখেন নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ তাঁর টেক্সটে।

বালক কিশোর উত্তীয়ের এই বলিদান আমাদের মনে করিয়ে দেয় ‘রক্তকরবী’র কিশোরের কথা, ‘ঘরে বাইরে’র অমূল্যের কথা। মনে পড়ে, ‘বিসর্জন’ নাটকে বালক ধ্রুবকে গুপ্ত হত্যার ষড়যন্ত্রের কথাও। নাটকের শেষে ‘রক্তকরবী’র রাজা যেন নাদের মতো স্বীকার করে—

‘আমি যৌবনকে মেরেছি, সমস্ত জীবন ধরে আমি যৌবনকে মেরেছি।’ এই মারের বদলা কি মার হয় রবীন্দ্রনাথে? না। শুরু হয় প্রতিহিংসাহীন ত্যাগ আর আত্মদানের মধ্য দিয়ে এক গভীর চলা। কখনও কখনও একলা চলা। আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলা। ‘রক্তকরবী’র নন্দিনী যখন রাজার বিরুদ্ধে লড়াইতে নামে, সে নিহত রঞ্জনের দেহ থেকে অপরাজয়ের স্বর শুনতে পায়। সর্দারের বর্শার আগায় দুলতে থাকা কুন্দফুলের মালাটিকে সে তার বুকের রক্তে লাল করে দিতে ছুটে যায়। ঠিক যেভাবে শাসকের অস্ত্রের মুখে দায়বদ্ধ শিল্পী হিসেবে নিজের পারফরম্যান্সটি সম্পূর্ণ করে ভয়হারা শ্রীমতী, আজ থেকে ঠিক ১০০ বছর আগে লেখা ‘নটির পূজা’র শ্রীমতী।

মার তো শুধু অস্ত্রের নয়। মানুষের জোটে অপমানের মার, অপ্রেমের, উপেক্ষার, বিদ্রুপের প্রহার।

“এই যে আমরা প্রত্যেকে পাশের লোককে আঘাত করছি ও আঘাত পাচ্ছি,--- সেই প্রত্যেক আমির ক্রন্দনধ্বনি একটা ভয়ানক বিশ্বযজ্ঞের মধ্যে সকল মানুষের প্রার্থনারূপে রক্তস্রোতে গর্জিত হয়ে উঠছে: মা মা হিংসী। ‘আমাকে মেরো না। আমাকে বিনাশ থেকে রক্ষা কর।’ (শান্তিনিকেতন)।

ডাক্তার-নার্স সংকটে চালু হচ্ছে না ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের আইসিইউ, ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে

আগরতলা, ২২ মে: সমস্ত পরিকাঠামো ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত থাকলেও আজ পর্যন্ত চালু করা সম্ভব হয়নি ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের আইসিইউ পরিষেবা। দীর্ঘদিন ধরে আইসিইউ চালু না হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এই হাসপাতালের উপর ঊনকোটি জেলার পাশাপাশি লংতরাইভ্যালী এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ চিকিৎসার জন্য নির্ভরশীল।

জানা গেছে, ২০২০ সালেই ছয় শয্যা বিশিষ্ট আইসিইউ ইউনিটের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি হাসপাতালে এসে পৌঁছায়। কিন্তু প্রায় ছয় বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনও পর্যন্ত পরিষেবা চালু করা যায়নি।

হাসপাতাল সূত্রের খবর, মূল সমস্যা জনবল সংকট। এই বিষয়ে ডাঃ রোহন পাল জানান, আইসিইউ চালুর জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ হাসপাতালের কাছে রয়েছে। তবে পরিষেবা শুরু করতে অন্তত চারজন চিকিৎসক, পাঁচ থেকে ছয়জন নার্স এবং পর্যাপ্ত জিডিএ কর্মী প্রয়োজন। তিনি আরও জানান, এই সংক্রান্ত বিষয়টি ইতিমধ্যেই লিখিতভাবে রাজ্য সরকারকে জানানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ হলেই আইসিইউ পরিষেবা চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

বর্তমানে আইসিইউ পরিষেবা না থাকায় জটিল রোগীদের অনেক ক্ষেত্রেই আগরতলা অথবা বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে দূরদূরান্তের রোগী ও তাদের পরিবারের দুর্ভোগ আরও বাড়ছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রসার ভারতীর ৯০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে অল ইন্ডিয়া রেডিও'র শোভাযাত্রা। ছবি নিজস্ব।

ফলাফল বিভ্রাটে উত্তাল ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, উপাচার্যকে 'হাতে চুড়ি পরার' কটাক্ষ এবিভিপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে: ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন ডিগ্রি কলেজের চতুর্থ ও ষষ্ঠ সেমিস্টারের ফলাফল প্রকাশকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার পরও বহু ছাত্রছাত্রীকে ফলাফলে 'অ্যাবসেন্ট' দেখানো এবং একাধিক বিষয়ে অস্বাভাবিকভাবে ব্যাক আসার অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভে সামিল হয় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)।

এদিন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রবি শঙ্কর হালদারের নেতৃত্বে এবিভিপির এক প্রতিনিধি দল ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক শ্যামল কুমার দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যার বিষয়গুলি তুলে ধরে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমস্যার সমাধানে আন্তরিক নয় বলে অভিযোগ তোলে সংগঠন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রবি শঙ্কর হালদার বলেন, "ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। উপাচার্য কোনও প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেননি। যদি সমস্যার সমাধান করতে না পারেন, তাহলে হাতে চুড়ি পরে বসে থাকুন।" পাশাপাশি তিনি হুঁশিয়ারি দেন, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাও করা হবে।

অন্যদিকে, ফলাফল বিভ্রাটের প্রতিবাদে ফটিকরায় আম্বেদকর কলেজেও এবিভিপির উদ্যোগে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী এই বিক্ষোভে অংশ নেন। আন্দোলন চলাকালীন উপাচার্যের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া হয় এবং তাঁর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, সঠিকভাবে পরীক্ষা দেওয়ার পরও বহু শিক্ষার্থীকে অন্যায়ভাবে ব্যাক দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি কলেজ লাইব্রেরি নিয়মিত খোলা না থাকার অভিযোগও তোলা হয়। আন্দোলনকারীরা জানান, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা।

ঘটনার খবর পেয়ে ফটিকরায় থানার পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে শান্তিরবাজার ডিগ্রি কলেজেও একই দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্র সংগঠন। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে কলেজের অধ্যক্ষের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। পরে প্রশাসন ও কলেজ কর্তৃপক্ষের লিখিত আশ্বাসের ভিত্তিতে আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হলেও দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আরও কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

গুজরাতে রাজ্যসভা নির্বাচনে বিজেপির 'ক্লিন সুইপ'-এর সম্ভাবনা, সংকটে কংগ্রেসের একমাত্র আসন

নয়াদিল্লি/গান্ধীনগর, ২২ মে (আইএএনএস): ভারতের নির্বাচন কমিশন শুক্রবার গুজরাটের চারটি রাজ্যসভা আসনের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের ঘোষণা করেছে। এর ফলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে রাজ্য গঠনের (১৯৬০) পর এই প্রথমবার গুজরাট থেকে রাজ্যসভায় কংগ্রেসের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব শেষ হয়ে যেতে পারে। আগামী ১৮ জুন ভোটগ্রহণ হবে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ৮ জুন।

গুজরাটের যে চারটি আসনে নির্বাচন হবে, সেগুলি বর্তমানে বিজেপি সাংসদ রামভাই মোকারিয়া, নরহরি আমিন ও রামিলা বারা এবং কংগ্রেস সাংসদ শক্তিসিং গোহিলের দখলে রয়েছে। তাঁদের মেয়াদ ২১ জুন শেষ হচ্ছে।

১৮২ সদস্যের গুজরাট বিধানসভায় বিজেপির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে দলটি চারটি আসনেই জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। বর্তমানে বিজেপির ১৬২ জন বিধায়ক রয়েছেন। এছাড়া দুই নির্দল বিধায়কের সমর্থনও রয়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেসের ১২, আম আদমি পার্টির (আপ) চার এবং সমাজবাদী পার্টির একজন বিধায়ক রয়েছে।

আপের টিকিটে নির্বাচিত একজন বিধায়ক দল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বর্তমানে নির্দল অবস্থায় রয়েছেন। এই সমীকরণে কংগ্রেসের পক্ষে তাদের একমাত্র রাজ্যসভা আসন ধরে রাখা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বিজেপি যদি চারটি আসনই জিতে নেয়, তাহলে গুজরাট থেকে রাজ্যসভায় কংগ্রেসের কোনও প্রতিনিধিত্ব থাকবে না। বিরোধী শিবিরের জন্য এটি বড় প্রতীকী ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, বিজেপির প্রয়োজনীয় সংখ্যা থাকায় নির্বাচন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেও হতে পারে। ছোট দল বা ক্রস-ভোটিংয়ের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন পড়বে না।

শক্তিসিং গোহিলের অবসর কংগ্রেসের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভাবনগর জেলার এই বর্ষীয়ান নেতা গত তিন দশকে গুজরাটে কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান মুখ ছিলেন। তিনি বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নর্মদা উন্নয়ন দফতরের দায়িত্বও পালন করেছেন। ২০২০ সালে তিনি রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন এবং পরে গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতিও ছিলেন।

অন্যদিকে, নরহরি আমিন গুজরাটের অন্যতম প্রবীণ রাজনীতিক। নব্বইয়ের দশকের শেষদিকে তিনি উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং দীর্ঘদিন কংগ্রেসে থাকার পর বিজেপিতে যোগ দেন। রামভাই মোকারিয়া সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে বিজেপির প্রভাবশালী সংগঠক হিসেবে পরিচিত। রামিলা বারা দক্ষিণ গুজরাটের আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং তফসিলি উপজাতি ভোটব্যাঙ্কে বিজেপির প্রভাব বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।

উল্লেখ্য, দেশজুড়ে মোট ১০টি রাজ্যের ২৪টি রাজ্যসভা আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গুজরাট ছাড়াও অন্ধ্র প্রদেশ, কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড, মণিপুর, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ এবং মিজোরামের আসনগুলিতে ভোট হবে।

এছাড়া কর্নাটক থেকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ.ডি. দেবেগৌড়া, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতা অবসর নিতে চলেছেন।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ৯ জুন মনোনয়নপত্র যাচাই হবে এবং ১১ জুন পর্যন্ত প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সুযোগ থাকবে। ভোটগণনা হবে ১৮ জুন সন্ধ্যায়।

১১৯ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় মুম্বই ও আহমেদাবাদে সিবিআইয়ের তল্লাশি

মুম্বই, ২২ মে (আইএএনএস): সরকারি ব্যাঙ্কগুলির প্রায় ১১৯ কোটিরও বেশি টাকার ক্ষতির অভিযোগে দুটি পৃথক ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় মুম্বই ও আহমেদাবাদের সাতটি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)। শুক্রবার সংস্থার পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

সিবিআই সূত্রে জানা গেছে, ২১ মে এই তল্লাশি অভিযান চালানো হয় শ্রী হরি এক্সট্রুশন প্রাইভেট লিমিটেড এবং জয় ফর্মুলেশনস লিমিটেড-এর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্থানে। মুম্বই ও আহমেদাবাদের নির্দিষ্ট আদালত থেকে তল্লাশি পরোয়ানা পাওয়ার পর সংস্থাদুটির পরিচালকদের আবাসনে অভিযান চালানো হয়।

প্রথম মামলায়, শ্রী হরি এক্সট্রুশন প্রাইভেট লিমিটেডের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক-কে ৬১.৯৮ কোটি টাকা প্রতারণা করেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, সংস্থাটি ব্যাঙ্ক থেকে ক্যাশ ক্রেডিট ও টার্ম লোন সুবিধা নেওয়ার পর সেই অর্থের অপব্যবহার করেছে।

তদন্তকারী সংস্থার দাবি, অভিযুক্তরা অসুরক্ষিত ঋণ, সহযোগী সংস্থার সঙ্গে আর্থিক লেনদেন, ঋণদাতা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বিক্রির অর্থ না ঘোরানো এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অর্থ প্রদানসহ বিভিন্ন উপায়ে তহবিল সরিয়ে দেয়।

সিবিআই জানিয়েছে, মুম্বইয়ের বিশেষ সিবিআই আদালতের নির্দেশে তল্লাশি চালানো হয় এবং অভিযান চলাকালীন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেগুলি এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে।অন্যদিকে দ্বিতীয় মামলায়, জয় ফর্মুলেশনস লিমিটেডের বিরুদ্ধে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-কে ৫৭.০৫ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। তদন্তকারীদের দাবি, সংস্থাটি ভুয়ো হিসাবপত্র জমা দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে তহবিল-ভিত্তিক এবং নন-ফান্ড-ভিত্তিক ঋণ সুবিধা নিয়েছিল।

সিবিআই আরও অভিযোগ করেছে, ঋণ নেওয়ার পর সেই অর্থ অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে ব্যাঙ্কের বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয়। এই মামলায় আহমেদাবাদের আদালতের নির্দেশে সংস্থার পরিচালকদের আবাসনে তল্লাশি চালানো হয়েছে।সিবিআই জানিয়েছে, দুই মামলায় সরকারি ব্যাঙ্কগুলির মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১১৯.০৩ কোটি টাকা। দুটি ঘটনাতেই তদন্ত এখনও চলছে।

'ককরোচ জনতা পার্টি' বিতর্কে সরব শশী থারুর তরুণদের ক্ষোভ দমনের বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা

নয়াদিল্লি, ২২ মে (আইএএনএস): বিতর্কিত 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি) প্রসঙ্গে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা শশী থারুর শুক্রবার বলেন, এই আন্দোলনকে পাকিস্তানের তৈরি ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখানো "অতিরিক্ত সরলীকরণ" হবে। তাঁর দাবি, এই প্ল্যাটফর্মের অধিকাংশ সমর্থকই ভারতীয়। সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে-র পাল্টা দাবির উল্লেখ করে থারুর জানান, দলের ৯৪ শতাংশ অনুসারী নাকি ভারতের বাসিন্দা। তাঁর মতে, এই ঘটনায় দেশের তরুণ সমাজের প্রকৃত মনোভাব এবং ক্ষোভের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।

এক্স-এ করা দীর্ঘ পোস্টে থারুর বলেন, ব্যঙ্গাত্মক বা প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে গণতন্ত্রে দমন করা উচিত নয়, তা যতই বিতর্কিত হোক না কেন।

তিনি লেখেন, "যাই সত্যি হোক না কেন, সেটিকে দমন করা গণতন্ত্রে বুদ্ধিমানের কাজ নয়। গণতন্ত্রের বড় শক্তি হল মানুষের আবেগ, ক্ষোভ ও অভিযোগ প্রকাশের সুযোগ তৈরি করা। ব্যঙ্গাত্মক প্ল্যাটফর্মে এই মতামত প্রকাশ জাতীয় স্বার্থেই গুরুত্বপূর্ণ।"

চলতি মাসের শুরুতে রাজনৈতিক যোগাযোগ কৌশলবিদ দীপকে এই ব্যঙ্গাত্মক রাজনৈতিক উদ্যোগ শুরু করেন। তিনি এর আগে আম আদমি পার্টি-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

থারুরের বক্তব্য, এমন আন্দোলন অনেক সময় মানুষের হতাশা ও অসন্তোষ প্রকাশের গণতান্ত্রিক পথ হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, "প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্দেশ্য যাই হোক, এটা স্পষ্ট যে তরুণদের জাতীয় মনোভাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে তারা তুলে ধরতে পেরেছে।"

সরকার এবং বিরোধী উভয় পক্ষকেই তরুণদের ক্ষোভ উপেক্ষা না করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

থারুর বলেন, "গণতন্ত্রের রক্ষক হিসেবে সরকার ও বিরোধী উভয়কেই এই অসন্তোষ শুনতে হবে এবং তার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। একে অস্বীকার করা বা দমন করা বিপজ্জনক হতে পারে।"

তিনি এই ধরনের আন্দোলনকে প্রেসার কুকারের সেফটি ভালভের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, মানুষের ক্ষোভ বেরিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিলে পরিস্থিতি বিস্ফোরক হয়ে উঠতে পারে।

"আমি বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য বা বিপ্লবের বদলে ব্যঙ্গকেই বেশি পছন্দ করি। তরুণ ভারতের সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা আমাদের দায়িত্ব। নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা উচিত," বলেন থারুর।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি প্রধান বিচারপতি সম্পর্কিত একটি বিতর্কিত মন্তব্যকে ঘিরে এই 'ককরোচ জনতা পার্টি' আলোচনায় আসে। পরে অভিযোগ ওঠে যে সূর্য্য কান্ত আইন পেশায় ভুয়ো ডিগ্রিধারীদের প্রসঙ্গে 'ককরোচ' ও 'পরজীবী' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। বিষয়টি সামাজিক মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

যদিও পরে প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করেন, তাঁর মন্তব্য ভুয়ো ও জাল ডিগ্রিধারীদের উদ্দেশেই করা হয়েছিল এবং তা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৬ মে শুরু হওয়ার পর মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই সিজেপি-র ইনস্টাগ্রাম অনুসারীর সংখ্যা এক কোটিরও বেশি ছাড়ায় বলে দাবি করা হয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার বিতর্কের পর তাদের অ্যাকাউন্ট সীমাবদ্ধ করা হয়।

স্কুলে দুঃসাহসিক চুরি, দুটি সিপিইউ সহ গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী উধাও

আগরতলা, ২২ মে: মন্দির নগরী উদয়পুরে একের পর এক চুরির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। এবার চোরের দল হানা দিল কাঁকড়াবন থানাধীন জামজুরী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে। বুধবার গভীর রাতে বিদ্যালয়ের তিনটি শ্রেণিকক্ষের তালা ভেঙে দুটি সিপিইউ, কম্পিউটারের মনিটর, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।

বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক দীপক কুমার পাল জানান, বৃহস্পতিবার সকালে বিদ্যালয়ে এসে ভাঙচুর ও চুরির ঘটনা নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে কাঁকড়াবন থানায় খবর দেওয়া হলেও দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও থানার ওসি কিংবা কোনো পুলিশকর্মী ঘটনাস্থলে পৌঁছাননি বলে অভিযোগ ওঠে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এলাকায় বারবার চুরির ঘটনা ঘটলেও পুলিশ প্রশাসন এখনও পর্যন্ত দোষীদের গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ। ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত চোরদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রুখতে প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে ধর্মনগরে প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ মে: কালবৈশাখী ও বর্ষার কারণে জরুরী পরিস্থিতি তৈরী হলে তা মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি নিতে গতকাল ধর্মনগরে এক প্রশাসনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে এই সভা উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ধর্মনগর মহকুমার মহকুমা শাসক কার্যালয়ের ডিসিএম তনুজিৎ সাহা, কালবৈশাখী ও বর্ষার সময়ে সম্ভাব্য ক্ষয় ক্ষতি মোকাবিলায় বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নোডাল অফিসার চিহ্নিত করে কুইক রেসপন্স টিম তৈরী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি বলেন, ধর্মনগর মহকুমার যে নিম্নাঞ্চলগুলি বর্ষায় সময় প্লাবিত হয় সেখানে শেল্টার হাউস চিহ্নিত করতে হবে। শেল্টার হাউজের দায়িত্ব প্রাপ্তদের এই বিষয়ে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। সভায় জলসম্পদ দপ্তরের আধিকারিকদের বলা হয়েছে নদীর বাঁধগুলি খতিয়ে দেখার জন্য এবং প্রয়োজনে মেরামত করার জন্য। বিপর্যয়ের সময় জরুরী প্রয়োজনে প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ১০৭ অথবা জেলাশাসক কার্যালয়ের ল্যান্ডলাইন নাম্বারে ০৩৮২২-২৩৪২৪৯ যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন ডিসিএম। তিনি আরও জানান, আবহাওয়া সংক্রান্ত কিছু মোবাইল এপ্লিকেশন রয়েছে যেমন মসম, মেঘদূত, দামিনি, স্যাচেত, ভূ-কম্প। এগুলি মোবাইলএ ডাউনলোড করে আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য যে কেউ জানতে পারবেন।

বিশালগড় দিনের আলোতেই মাদকদ্রব্যের আদান প্রদান, আতঙ্কে এলাকা জুড়ে সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২২ মে: লালসিংমুড়া স্ট্যান্ড সহ বিশালগড় বাজার এলাকায় মাদক কারবারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জানা যায়, নেশাদ্রব্য আদান প্রদানের সময় এক পাচারকারী জনতার হাতে ধরা পড়ে। তবে জেল ফেরত আরেক অভিযুক্ত পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সাংবাদিকদের তৎপরতায় ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে।অভিযোগ রাউৎখলা বাইপাস এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ্যে ক্রাউন সুগার সহ বিভিন্ন নেশাদ্রব্য বিক্রি চলছে। স্থানীয়দের দাবি, হোম ডেলিভারি থেকে পাইকারি বিক্রি পর্যন্ত একটি চক্র সক্রিয় রয়েছে। এই ঘটনায় কয়েকজনের নাম সামনে এসেছে, যাদের বিরুদ্ধে এলাকায় মাদক ব্যবসার অভিযোগ রয়েছে স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, এই চক্রের নেটওয়ার্ক বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে যুব সমাজ বিপথে যাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তবে বিষয়টি নিয়ে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে এদিকে, মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন সচেতন মহল।

মিজোরামে মায়ানমার থেকে পাচার হওয়া বিদেশি সিগারেট বাজেয়াপ্ত, অস্ত্র-সহ দুইজন গ্রেফতার

আইজল, ২২ মে (আইএএনএস): মিজোরামে দুটি পৃথক অভিযানে মায়ানমার থেকে পাচার হওয়া বিদেশি সিগারেট, অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করেছে অসম রাইফেলস। এই ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে শুক্রবার জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা দফতরের এক মুখপাত্র।

প্রতিরক্ষা সূত্রে জানা গিয়েছে, আইজল জেলার তুইখাওতলাং এলাকায় অবৈধ অস্ত্র ও গুলি মজুদের বিষয়ে নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে আসাম রাইফেলস এবং মিজোরাম পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালায়। কয়েক ঘণ্টার এই পরিকল্পিত অভিযানে একটি ০.৩২ এমএম পিস্তল, পাঁচ রাউন্ড তাজা গুলি এবং ১৬টি ব্যবহৃত কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।

মুখপাত্র জানান, এই অভিযান অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে অসম রাইফেলসের প্রস্তুতি, সতর্কতা এবং পেশাদারিত্বের পরিচয় বহন করে।

উদ্ধার হওয়া অস্ত্র, গুলি এবং গ্রেফতার ব্যক্তিকে পরবর্তী তদন্ত ও আইনি পদক্ষেপের জন্য আইজল থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, আইজল জেলার জোখাওসাং এলাকায় চোরাচালান বিরোধী আরেকটি অভিযানে অসম রাইফেলস বাহিনী বিপুল পরিমাণ বিদেশি সিগারেট উদ্ধার করে। অভিযানে এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া বিদেশি সিগারেটের বাজারমূল্য প্রায় ৪২.৯ লক্ষ টাকা। পাচারের কাজে ব্যবহৃত একটি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

গ্রেফতার ব্যক্তি, উদ্ধার হওয়া চোরাই সামগ্রী এবং বাজেয়াপ্ত গাড়িটি পরবর্তী তদন্তের জন্য কাস্টমস প্রিভেন্টিভ ফোর্সের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

অসম রাইফেলসের দাবি, মিজোরামে বেআইনি পাচার রুখতে তাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলেই এই সাফল্য এসেছে। ভারত-মায়ানমার সীমান্তে নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উল্লেখ্য, মিজোরাম দীর্ঘ ও অরক্ষিত আন্তর্জাতিক সীমান্তের কারণে উত্তর-পূর্ব ভারতে মাদক ও চোরাচালানের একটি গুরুত্বপূর্ণ করিডরে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে মিয়ানমার থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট ও হেরোইনের মতো নিষিদ্ধ মাদক নিয়মিত পাচার হয় বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

মেঘালয়ের সামগ্রিক উন্নয়নের চাবিকাঠি শিক্ষা: মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা

শিলং, ২২ মে (আইএএনএস): শিক্ষা মেঘালয়ের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সামগ্রিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি বলে মন্তব্য করলেন কনরাড কে. সাংমা। তাঁর বক্তব্য, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠে, যখন তার সুফল সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছায়।শুক্রবার তুরায় নতুন পিএএসএফ -আবং নোগা কলেজ-এর ভবনের শিলান্যাস এবং কনফারেন্স হলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মেঘালয় বর্তমানে দেশের দ্রুততম বিকাশশীল অর্থনীতিগুলির অন্যতম। রাজ্যের নামমাত্র স্থূল রাজ্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিএসডিপি) বৃদ্ধির হার ১৫ শতাংশেরও বেশি।তিনি বলেন, "প্রকৃত উন্নয়ন মানে সামগ্রিক উন্নয়ন।" পাশাপাশি তিনি জানান, শিক্ষা, যুবসমাজ, মহিলা ও কৃষকদের উন্নয়নে সরকার বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করছে, যাতে রাজ্যের সর্বস্তরে ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়।মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে মেঘালয় সরকারের বাজেটের প্রায় ১৩ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে শুধু শিক্ষার পরিমাণ নয়, তার গুণগত মান উন্নয়ন এখন সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

তিনি বলেন, "এখন আর প্রশ্ন শুধুমাত্র সংখ্যার নয়, গুণগত মানের।" গত আট বছর ধরে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য সরকার কাজ করছে বলেও জানান তিনি।

শিক্ষকদের বিষয়েও বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, প্রায় ২৩ হাজার এসএসএ এবং অ্যাড-হক শিক্ষকদের জন্য একটি নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।এই প্রকল্পে প্রতি বছর প্রায় ৮০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।কনরাড সাংমা বলেন, "শিক্ষা ব্যবস্থায় অর্থবহ পরিবর্তন আনতে হলে শিক্ষকদের স্থায়িত্ব ও মর‍্যাদা নিশ্চিত করতে হবে।"তিনি প্রয়াত পূর্ণো আগিতোক সাংমা-র কথাও স্মরণ করেন এবং বলেন, শিক্ষকতা জীবন দিয়ে কর্মজীবন শুরু করা এই প্রবীণ নেতার কাছে শিক্ষা সবসময়ই অগ্রাধিকার পেয়েছিল।মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, নতুন কলেজ ভবন নির্মাণে একটি বেসরকারি সংস্থা কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)-এর আওতায় ৮ কোটি টাকা সহায়তা করেছে।২০২২ সালে উত্তর-পূর্ব পাহাড়ী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অনুমোদন পাওয়ার পর পিএএসএফ-আবং নোগা কলেজে শিক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু হয়।

বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত রাজ্যের পথে এগোচ্ছে অসম: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ২২ মে (আইএএনএস): অসম ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত রাজ্যে পরিণত হওয়ার পথে এগোচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানান, বিদ্যুৎ পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করা এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করা হচ্ছে।শুক্রবার এক্স-এ করা পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০৩৫ সালের মধ্যে অসমের জ্বালানি পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১৪,২০২ কোটি টাকার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যে ৬,২৩৫ কোটি টাকার চারটি বড় প্রকল্পের কাজ চলছে। তিনি লেখেন, "অসম ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত রাজ্যে পরিণত হচ্ছে। ১৪,২০২ কোটি টাকার জ্বালানি পরিকল্পনা এবং ৬,২৩৫ কোটি টাকার প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা বিদ্যুৎ পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করছি, যাতে উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়।"সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, শহর ও গ্রামাঞ্চলে বাড়তে থাকা বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, সঞ্চালন ব্যবস্থা উন্নত করা এবং বণ্টন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সৌরবিদ্যুৎসহ নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পগুলিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।এছাড়া জলবিদ্যুৎ এবং তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিকেও আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে, যাতে দক্ষতা বাড়ে এবং সামগ্রক বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।সরকারি কর্মকর্তাদের মতে, এই জ্বালানি পরিকল্পনা শিল্পের বিকাশ, পরিকাঠামো সম্প্রসারণ এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে, কারণ এর মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত রাজ্য হওয়ার এই উদ্যোগ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবেও অসমের অবস্থান আরও শক্তিশালী করবে।

কাজের সন্ধান

বন দপ্তরে ফরেস্টার ও ফরেস্ট গার্ড নিয়োগ, অনলাইনে আবেদন

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে বিশেষ করে ত্রিপুরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে ফরেস্ট গার্ড ও ফরেস্টারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। মোট শূন্যপদ ঃ ২৭১টি, এর মধ্যে ফরেস্ট গার্ড পদে ১৬৭টি এবং ফরেস্টারপদে ১০৪টি। যোগ্যতা ঃ ফরেস্ট গার্ড পদের জন্য অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ এবং ফরেস্টার পদের জন্য অন্ততপক্ষে উচ্চমাধ্যমিকপাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, শারীরিক নির্দিষ্ট মাপজোক থাকতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মে, লিখিত পরীক্ষা ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে। রাজ্য সরকারের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে নিয়োগ সংক্রান্ত সিলেকশন বোর্ড থেকে প্রকাশিত দুইটি বিজ্ঞপ্তিতে এই শূন্যপদের কথা জানিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ফরেস্ট গার্ডপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর- ২ (৩৮৭)/ ইএসটিটি./ ফর ২০২৪-২৫/ ১৭০০-২৮। ফরেস্টার পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর- ২ (৩৮৭)/ ইএসটিটি./ ফর ২০২৪-২৫/ ১৭২৯-৫৭। তারিখ ২৭ এপ্রিল, ২০২৬। মোট কথা ত্রিপুরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে ফরেস্ট গার্ড ও ফরেস্টারপদে নিয়োগের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রার্থীদের থেকে অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ত্রিপুরায় ফরেস্ট গার্ডপদে শূন্যপদ ঃ ১৬৭টি। এর মধ্যে ২১টি এসসি প্রার্থীর জন্য এবং ৬৬টি এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৮০টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারন। তবে এসটি-র জন্য ৬৬টি থেকে ১টি এবং অসংরক্ষিত ৮০টি থেকে ২টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। সর্বোপরি ৩৩ শতাংশ অর্থাৎ ৫৬টি শূন্যপদ মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। এর মধ্যে আবার ৭টি এসসি মহিলা প্রার্থীর জন্য এবং ২২টি মহিলা এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২৭টি মহিলা পদ অসংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে।

ফরেস্টার পদে শূন্যপদ ঃ ১০৪টি। এর মধ্যে ২১টি এসসি প্রার্থীর জন্য এবং ৪৪টি এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৩৯টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারন। তবে এসটি-র জন্য ৪৪টি থেকে ১টি এবং অসংরক্ষিত ৩৯টি থেকে ১টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। সর্বোপরি ৩৩ শতাংশ অর্থাৎ ৩৫টি শূন্যপদ মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। এর মধ্যে আবার ৭টি এসসি মহিলা প্রার্থীর জন্য এবং ১৫টি মহিলা এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১৩টি মহিলা পদ অসংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। উভয় ক্ষেত্রে শারীরিক নির্দিষ্ট মাপজোক থাকতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মে, লিখিত পরীক্ষা ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং শারীরিক মাপজোক থাকলে ০১-০৫-২০২৬ তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখায় থাকলে অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন, এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৩১ মে-র মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৩১ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস ইত্যাদি স্ক্যান করে রাখতে হবে ও ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর দিনতারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। মোট কথা, পদের বিস্তারিত বিভাজন, যোগ্যতা, বেতনক্রম ইত্যাদি জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। পরীক্ষার ধরণসহ সমস্ত কিছুই জেনে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে। নিয়োগ হবে লিখিত পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর মাধ্যমে। তবে নির্দিষ্ট সময়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে দেওয়া হবে।

টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে ২২০ অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিক্যাল অফিসার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিক্যাল অফিসারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে বিই/ বিটেকপাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুন, লিখিত পরীক্ষার নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর — টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ইনফরমেশন টেকনোলজির অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিক্যাল অফিসারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - ০২/২০২৬। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আবশ্যক যোগ্যতা থাকলে আগামী ৫ জুন, ২০২৬ তারিখের মধ্যে কেবলমাত্র 'অনলাইনে' দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। পরীক্ষার ফি — সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য ৩৫০ টাকা এবং তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী / শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা।

প্রার্থীদের অবশ্যই পিআরটিসি থাকতে হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, ফর্ম ফিলাপের কৌশল, আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, সিলেবাস, নম্বর বিন্যাসও পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে। এক ধাপের এই টেস্ট বা লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৫ জুনের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ও ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ০২/২০২৬, তারিখ - ২৭ এপ্রিল, ২০২৬। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। শূণ্যপদগুলো হল — পদের নাম - অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিক্যাল অফিসার ঃ শূন্যপদ ২২০টি। এর মধ্যে ১১৪টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি উপযুক্ত যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এর মধ্যে ২টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। সর্বোপরি ৯টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য। এছাড়া, ৩৮টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থী (এর মধ্যে ১টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত) এবং ৬৮টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর (১টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের) জন্য সংরক্ষিত। তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) ৩৮টি পদের মধ্যে ১৩টি পদ এবং তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) ৬৮টি পদের মধ্যে ২৩টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অসংরক্ষিত ১১৪টি পদের মধ্যেও ৩৮টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, পদগুলো গ্রুপ-বি, গ্যাজেটেড এবং রাজ্য সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ইনফরমেশন টেকনোলজির অধীনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে বিই, বিটেক পাশ হতে হবে। এছাড়াও, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আবশ্যকীয় যোগ্যতা ও শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। বেতনক্রম ঃ পে ব্যান্ড-৩ অনুযায়ী ১০,২৩০ - ৩৪,৮০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৪,৮০০ টাকা। অর্থাৎ ত্রিপুরা স্টেট পে ম্যাট্রিক্স ২০১৮ অনুসারে, পে লেভেল ১৩ অনুযায়ী।

বয়স ঃ ০৫-০৬-২০২৬ তারিখের হিসেবে অনূর্ধ্ব ৪০ বছর। এছাড়া, এস সি/ এস টি / শারীরিক প্রতিবন্ধী/ সরকারি চাকুরিরত প্রার্থীরা বয়সের উর্ধ্বসীমায় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় পাবেন। প্রার্থিবাছাই হবে প্রথমে ১৭০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং পরে ৩০ নম্বরের ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটি পরীক্ষার ভিত্তিতে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলেই ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটি পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হবেন। সামগ্রিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেরিট অনুযায়ী নিয়োগ হবে। সিলেবাস সংক্রান্ত বিস্তারিত পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তিতেও তা জেনে নিতে পারেন। লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে অথবা অনলাইনে এদেঁর ওয়েবসাইটে, ই-মেলে বা কল লেটারে জানানো হবে। সরকারি চাকরিরত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন যথারীতি নিয়ম মেনে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার, ফিল্ড সুপারভাইজর (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরমেন, টেকনেশিয়ান (কোলফিল্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ মে,
প্রাথমিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **নন-এক্সিকিউটিভ (মেট্রো রেল)**
শূন্যপদ ঃ ৩৮৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জুন/ জুলাইয়ে, তবে কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল, স্পোর্টস কোটা (এসএসবি),**
শূন্যপদ ঃ ৪০৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ মে,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ফরেস্ট গার্ড (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১৬৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে, শারীরিক নির্দিষ্ট মাপজোক থাকতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মে,
লিখিত পরীক্ষা ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ফরেস্টার (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১০৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, শারীরিক নির্দিষ্ট মাপজোক থাকতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মে,
লিখিত পরীক্ষা ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিভিলিয়ান অপারেটর (আর্মি)**
শূন্যপদ ঃ ১৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মে,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ট্রেড ফিনান্স অফিসার (স্টেট ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ২৩-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুন,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১,৬৪৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিক্যাল অফিসার (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ২২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে বিই/ বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুন,
লিখিত পরীক্ষার নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস, ট্রেনি (ডিআরডিও),**
শূন্যপদ ঃ ১৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৬ জুন,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ৬৩৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ জুন,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও নির্দিষ্ট তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (কোল ইন্ডিয়া),**
শূন্যপদ ঃ ২৭৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে রেল মন্ত্রকে ১৬৪৪ এপ্রেন্টিস, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে দক্ষিন পূর্ব মধ্য রেলেও এধরনের এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,৬৪৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ জুলাই, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। অন্য রেলওয়ে অথবা মন্ত্রকের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন বা ট্রেডের জন্য অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারেন ৪ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৪ জুন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে সহস্রাধিক বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে দক্ষিন পূর্ব মধ্য রেলে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০৫-০৫-২০২৬-এর হিসেবে অনূর্ধ্ব ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - ই/ পিবি/ আর/ রিক্রুট/ অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস/ ০১/ ২০২৬-২৭, তারিখ ৫ মে, ২০২৬। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — রাইপুর ডিভিশনে ক্রমিক নং (১) ঃ ওয়েল্ডার (গ্যাস এন্ড ইলেকট্রিক্যাল), শূন্যপদ ২৬২টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১০৫টি। এসসি ৩৯টি, এসটি ২০টি, ওবিসি ৭২টি, ইডব্লিওএস ২৬টি পদ সংরক্ষিত। ১০টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২৬টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ টার্ণার, শূন্যপদ ২৮টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১১টি। এসসি ৪টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৮টি, ইডব্লিওএস ৩টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ ফিটার, শূন্যপদ ৪০৬টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৬২টি। এসসি ৬১টি, এসটি ৩০টি, ওবিসি ১১২টি, ইডব্লিওএস ৪১টি পদ সংরক্ষিত। ১৬টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৪১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ ইলেকট্রিশিয়ান, শূন্যপদ ৩৩৭টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৩৪টি। এসসি ৫১টি, এসটি ২৫টি, ওবিসি ৯৩টি, ইডব্লিওএস ৩৪টি পদ সংরক্ষিত। ১৩টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩৪টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ স্টেনোগ্রাফার (হিন্দি)/ সেক্রেটারিয়েল অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদ ১০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪টি। এসসি ১টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৩টি, ইডব্লিওএস ১টি পদ সংরক্ষিত। ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৬) ঃ স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ)/ সেক্রেটারিয়েল অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদ ১১টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪টি। এসসি ২টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৩টি, ইডব্লিওএস ১টি পদ সংরক্ষিত। ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৭) ঃ হেলথ এন্ড সেনিটারি ইন্সপেক্টর, শূন্যপদ ২৫টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১০টি। এসসি ৪টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৭টি, ইডব্লিওএস ২টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। একইভাবে কোপা, মেশিনিস্ট, মেকানিক ডিজেল, ব্ল্যাকস্মিথ, হ্যামারম্যান, ম্যাসন, কার্পেন্টার, পেইন্টার, গ্যাস কাটার, ক্যাবল জয়েন্টার ইত্যাদি পদের বিস্তারিত যেমন, শূন্যপদের বিভাজন, যোগ্যতা জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার, ফিল্ড সুপারভাইজর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কোলফিল্ডে **অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরমেন, টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ মে, প্রাথমিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* মেট্রো রেলে **নন-এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৮৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জুন/ জুলাইয়ে, তবে কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এসএসবি-তে **স্পোর্টস কোটায় কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ মে, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় **ফরেস্ট গার্ড** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে, শারীরিক নির্দিষ্ট মাপজোক থাকতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মে, লিখিত পরীক্ষা ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় **ফরেস্টার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, শারীরিক নির্দিষ্ট মাপজোক থাকতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মে, লিখিত পরীক্ষা ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* আর্মিতে **সিভিলিয়ান অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মে, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* স্টেট ব্যাঙ্কে **ট্রেড ফিনান্স অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ২৩-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুন, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,৬৪৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় **অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিক্যাল অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে বিই/ বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুন, লিখিত পরীক্ষার নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* ডিআরডিও-তে **এপ্রেন্টিস, ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৬ জুন, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৩৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ জুন, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও নির্দিষ্ট তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কোল ইন্ডিয়ায় **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে নতুন সরকার গঠন, রাষ্ট্রপতির ডিক্রি জারি

বাঙ্গুই, ২২ মে (আইএএনএস): ফস্টিন-আর্চেঞ্জ তোয়াদেরা বৃহস্পতিবার নতুন সরকার গঠনের জন্য একটি ডিক্রিতে সই করেছেন। এর মাধ্যমে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে নতুন প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হল।

রাষ্ট্রপতির ডিক্রি অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবে চারজন রাষ্ট্রমন্ত্রী, ২৬ জন মন্ত্রী এবং দুইজন প্রতিমন্ত্রীকে নিয়োগ বা পুনর্বহাল করা হয়েছে।

আর্নাউড জুবায়ে আবাজেন-কে বিচার, মানবাধিকার উন্নয়ন ও সুশাসন বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে বহাল রাখা হয়েছে। একইভাবে অরেলিয়েন সিম্পলিস জিঙ্গাস-ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বে থাকছেন।

এছাড়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিলভি বাইপো টেমন এবং অর্থ ও বাজেটমন্ত্রী হার্ভে এনডোবা-সহ একাধিক মন্ত্রী তাঁদের পদে বহাল রয়েছেন।

অন্যদিকে, প্রাক্তন জ্বালানি উন্নয়ন ও জলসম্পদমন্ত্রী আর্থার বার্টান্ড পিরি-কে জনপরিকাঠামো ও গণপূর্ত বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী করা হয়েছে। শাসক দল ইউনাইটেড হার্টস মুভমেন্ট-এর মুখপাত্র এভারিস্ট এনগামানা-কে যোগাযোগ ও গণমাধ্যম বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সরকারের মুখপাত্র নিযুক্ত করা হয়েছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, নতুন সরকারের সামনে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আরও জোরদার করার বড় দায়িত্ব রয়েছে।

উল্লেখ্য, নতুন সরকার গঠনের ডিক্রি জারির ছয় দিন আগেই ফেলিক্স মোলোয়া-কে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল।

গত বছরের ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ৭৭.৯ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ের পর টুয়াদেরা নতুন সাত বছরের মেয়াদে শপথ নেন। ২০১৬ সাল থেকে তিনি দেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে রয়েছেন এবং এটি তাঁর তৃতীয় মেয়াদ।

চলতি অর্থবর্ষে ভারতের মূলধনী পণ্য শিল্পে দ্বি-অঙ্কের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২২ মে (আইএএনএস): সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ, খনি, তেল-গ্যাস, ধাতু ও অটোমোবাইল সংশ্লিষ্ট খাতে উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণ এবং ডেটা সেন্টার ও বৈদ্যুতিক গাড়ি (ইভি) অবকাঠামোর মতো নতুন ক্ষেত্রের সুযোগ বৃদ্ধির জেরে চলতি অর্থবর্ষে ভারতের মূলধনী পণ্য (ক্যাপিটাল গুডস) শিল্পে ১২ থেকে ১৪ শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে বলে শুক্রবার প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানানো হয়েছে।

ক্রিসিল-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিম এশিয়ার চলমান পরিস্থিতি শিল্পের বৃদ্ধিতে বড় প্রভাব ফেলবে না। কারণ অধিকাংশ সংস্থার অর্ডার তালিকা বৈচিত্র্যময় এবং মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের ওপর নির্ভরতা তুলনামূলকভাবে কম। অধিকাংশ আয়ই দেশীয় বাজার থেকে আসে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভূ-রাজনৈতিক চাপের কারণে খরচ কিছুটা বাড়লেও শক্তিশালী প্রকল্প বাস্তবায়ন, দীর্ঘমেয়াদি গ্রাহক সম্পর্ক এবং উন্নত পরিচালন দক্ষতার ফলে অপারেটিং মার্জিন চলতি অর্থবর্ষে ১২-১৩ শতাংশের মধ্যে স্থিতিশীল থাকতে পারে।

তথ্য অনুযায়ী, বড় সংস্থাগুলির অর্ডার বুক গত দুই অর্থবর্ষে প্রায় ১.৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫.২ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। একইসঙ্গে বুক-টু-বিল অনুপাত ২০২৪ অর্থবর্ষের ৩.১ গুণ থেকে বেড়ে ২০২৬ অর্থবর্ষে ৩.৭ গুণ হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিদ্যুৎ খাতে মূলধনী ব্যয় (ক্যাপেক্স) বৃদ্ধির ফলে এই শিল্পে গতি এসেছে। বিদ্যুৎ খাতের অংশীদারিত্ব ৩২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫০ শতাংশে পৌঁছেছে। পাশাপাশি প্রতিরক্ষা ও রেল খাতেও ধারাবাহিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি হয়েছে।

ক্রিসিল রেটিংসের ডিরেক্টর আদিত্য ঝাভের বলেন, "বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে, বিশেষ করে নবায়নযোগ্য শক্তির সরবরাহ ব্যবস্থায় দ্বি-অঙ্কের ক্যাপেক্স বৃদ্ধির কারণে চলতি অর্থবর্ষে ক্যাপিটাল গুডস সংস্থাগুলির রাজস্ব ১২-১৪ শতাংশ বাড়তে পারে।"

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, চলতি অর্থবর্ষে নবায়নযোগ্য শক্তির নেতৃত্বে ৫৮-৬২ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ভারী প্রকৌশল ও সরঞ্জামের চাহিদা বাড়াবে।

এছাড়া নবায়নযোগ্য শক্তি সংযুক্তিকরণ, বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি এবং গ্রিড আধুনিকীকরণের কারণে বিদ্যুৎ সঞ্চালন খাতে বিনিয়োগও শক্তিশালী থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

রেল খাতে সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের ফলে বিনিয়োগ আবার বাড়তে পারে। অন্যদিকে, দেশীয় উৎপাদনকে গুরুত্ব দেওয়ায় প্রতিরক্ষা খাতেও ব্যয় বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

ইস্পাত, সিমেন্ট, তেল ও গ্যাসের মতো মূল শিল্পগুলিতে বেসরকারি বিনিয়োগও স্থিতিশীল রয়েছে। পাশাপাশি ডেটা সেন্টার এবং ইভি অবকাঠামোর মতো নতুন ক্ষেত্রও দ্রুত গুরুত্ব পাচ্ছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বড় প্রশাসনিক রদবদল, একসঙ্গে বদলি ১৭ আইএএস আধিকারিক

কলকাতা, ২২ মে (আইএএনএস): নবগঠিত বিজেপি-শাসিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যে বড় প্রশাসনিক রদবদল করেছে। একসঙ্গে ১৭ জন ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবা (আইএএস) আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে।

রাজ্যের কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বদলির তালিকায় রয়েছেন দফতরের সচিব, পুর কমিশনার এবং অতিরিক্ত জেলাশাসক (এডিএম) পদমর্যাদার আধিকারিকরা।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়ানো এবং জেলা স্তরের কাজকর্ম আরও শক্তিশালী করতেই এই বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০১০ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক সুজয় সরকারকে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-এর কমিশনার পদ থেকে সরিয়ে রাজ্যের বস্ত্র ও রেশম দফতরের কমিশনার এবং সরকারি সংস্থা তন্তুজা-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে পাঠানো হয়েছে।

তাঁর জায়গায় ২০১৭ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক রবি আগরওয়ালকে আনা হয়েছে। তিনি এর আগে পুরুলিয়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক ছিলেন।

এছাড়া ২০১৪ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক হিন্দোল দত্তকে আসানসোল পৌর কর্পোরেশন-এর নতুন কমিশনার করা হয়েছে। তিনি আগে নেতাজি সুভাষ প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এ অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

২০১৩ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক নীতিন সিংহানিকে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক পদ থেকে বদলি করে স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের সিনিয়র বিশেষ সচিব করা হয়েছে। পাশাপাশি আরও কয়েকটি অতিরিক্ত দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

মালদহের অতিরিক্ত জেলাশাসক শেখ আনসার আহমেদকে পশ্চিম মেদিনীপুরে একই পদে পাঠানো হয়েছে।

২০১৩ ব্যাচের রাজত নন্দকে কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের বর্তমান দায়িত্বের পাশাপাশি মন্ত্রিসভা সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধিকর্তার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পূর্ব বর্ধমানের অতিরিক্ত জেলাশাসক ধীমান বড়াইকে কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দফতরের বিশেষ সচিব করা হয়েছে।

হাওড়ার এডিএম প্রিয়দর্শিনী এস.-কে বদলি করে ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের বিশেষ সচিব পদে পাঠানো হয়েছে।

এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিম বর্ধমান, জলপাইগুড়ি, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে একাধিক আইএএস আধিকারিককে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক মহলের মতে, জেলা পর্যায়ের কাজকর্মে গতি আনতেই এই ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে।

NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotations are hereby invited from experienced and resourceful suppliers/agencies/firms for refilling and installation of fire extinguishers at Tripura Sports School, Badharghat, West Tripura. Interested firms/agencies may submit their sealed quotations to the office of the undersigned on or before 29.05.2026 up to 05:00 PM on all working days (except Government holidays). The quotations will be opened on 30.05.2026 at 12:00 Noon, if possible.

Details of Work

Sl No.	Description of Items/work	Quantity
1	Refilling of ABC Type Fire Extinguishers	24 Nos.
2	Refilling of CO_2 Type Fire Extinguishers	22 Nos.
3	Supply & Installation of New 6 Kg Ceasefire Extinguishers	02 Nos.

Detailed terms and conditions are available in the office of the undersigned during office hours.

Sd/-
(Dr. Bharti Nigam)
Assistant Director, HO & DDO
Tripura Sports School Badharghat, West Tripura

ICA/C-544/26

PNIe-T No.:- 01/EE/DD/PWD(R&B)/2026-27 Dated. 18-05-2026.

The Executive Engineer, PWD (R&B) Dharmanagar Division, Dharmanagar (N) Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following works:
Email address: eedmr.rnb@gmail.com
1. DNIT No: 70/SE(I)/PWD (R&B)/KGT/2026-27
2. DNIT No: 70/SE(1)/PWD (R&B)/KGT/2026-27
3. DNIT No: 01/EE/DD/PWD(R&B)/2026-27
4. DNIT No: 02/EE/DD/PWD(R&B)/2026-27
5. DNIT No: 03/EE/DD/PWD(R&B)/2026-27
6. DNIT No: 04/EE/DD/PWD(R&B)/2026-27

Period of downloading of biding documents from 19-05-2026 to 25-05-2026.
Deadline for online bidding :- 25-05-2026 up to 3:00 PM.
Date and Time of opening bid :- 25-05-2026 at 4.00 PM.
Place of opening of bids :- Executive Engineer, PWD (R&B), Dharmanagar Division, Dharmanagar,(N) Tripura.
For details please contact to the office of the undersigned.
For details please visit https://tripuratenders.gov.in

For and behalf of the Governor of Tripura.

Executive Engineer
PWD (R&B)
Dharmanagar Division
Dharmanagar,(N) Tripura

ICA/C-556/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 04/EE/KLSD/2026-27 dated 21/05/2026

The Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M.on 03-06-2026 for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	DNIT No.03/EE/KLSD/2026-27	Rs. 21,00,681.97	Rs. 42,014.00	90 Days	Upto 15.00 Hrs on 03/06/2026	At 16.00 Hrs 03/06/2026	https://tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
2	DNIT No.04/EE/KLSD/2026-27	Rs. 24,11,139.47	Rs. 48,223.00	180 Days				
3	DNIT No.40//SE(I)/KGT/2025-26	Rs. 35,59,609.14	Rs. 71,192.00	120 Days				

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to eeklspwd@yahoo.in

(Joydip Nath)
Executive Engineer
Kailashahar Division. PWD(R&B).
Kailashahar. Unakoti District. Tripura

ICA/C-548/26

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. 03/EE/DWS/BLN/2026-27

Sl No.	Description	Estimated Cost	Last date of receiving of Application	Last date of Issue of Tender Form	Last date of Dropping of Tender
01	DNIT No:22/EE/ DWS/BLN/2026-27	4,67,705	Upto 4.00 Pm on 25.05.2026	Upto 4.00 Pm on 28.05.2026	Upto 3.00 Pm on 29.05.2026

All other necessary information can be seen in the Office of the Executive Engineer, DWS Division, Belonia during office hour.

(Ex. B. Debbarma)
Executive Engineer
DWS Division Belonia Belonia,

ICA/C-551/26

NOTIFICATION

1. Applications are hereby invited through Beneficiary Management System (BMS) portal for "Additive to Post Matric Scholarship AY 2024-25 (FY 2026-27) from the eligible ST students of Tripura.

2. Rate of Scholarship:

NSP Course Group	Rate of Additive to Post Matric Scholarship (Scholarship amount is given for 10 Months in an academic year)
Group-II	Rs. 1,100 for and academic Year
Group -III	Rs. 3,600 for an academic Year
Group -IV	Rs. 5,500 for an academic Year

3. Eligibility, List of Courses & Steps to Apply:
Detailed eligibility, list of courses, steps to apply and eligible list of students are available at Departmental Website (https://twd.tripura.gov.in/).

4. Where to Apply:
All Eligible students are hereby requested to apply in the Beneficiary Management System (BMS) Portal (https://bms.tripura.gov.in) through Citizen Login.

5. Important Dates:

User	Important Dates
Maker	**30th May to 31st July 2026**
Checker	**30th May to 31st October 2026**
Approver	**30th May to 31st October 2026**

Subhasis Da (TCS SSG)
Director of Tribal Welfare

ICA/D-226/26

আমদাবাদ বিমানবন্দরের কার্গো থেকে সোনা চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ৮ উদ্ধার ১.৭২ কোটি টাকার সম্পত্তি

আমদাবাদ, ২২ মে (আইএএনএস): আমদাবাদ থেকে বেঙ্গালুরুগামী বিমানের কার্গোতে পাঠানো ২.৫৮ কোটি টাকার সোনার গয়নার চালান চুরির ঘটনায় আটজনকে গ্রেফতার করেছে আমদাবাদ পুলিশ। পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে মোট ১.৭২ কোটি টাকার নগদ ও মূল্যবান সামগ্রী।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এর কার্গো টার্মিনাল থেকে পাঠানো একটি সোনার চালান নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করা হয়।

অভিযোগকারী সিকুয়েল লজিস্টিক কোম্পানি-র কর্মী বলবীরসিং রাঠোর জানান, গত ১৮ এপ্রিল এক গয়না ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সাতটি পার্সেল গ্রহণ করা হয়, যা বিমানপথে আমদাবাদ থেকে বেঙ্গালুরু পাঠানোর কথা ছিল।

এই পার্সেলগুলির মধ্যে একটি প্রায় ১৩ কেজি ওজনের প্যাকেটে ২ কেজি ১০৭ গ্রাম ৫৬২ মিলিগ্রাম সোনার গয়না ছিল, যার বাজারমূল্য প্রায় ২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকার বেশি।

পুলিশের দাবি, পার্সেলটি আমদাবাদে বিমান সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হলেও বেঙ্গালুরুতে তা পৌঁছয়নি। এরপরই বিশ্বাসভঙ্গ ও চুরির অভিযোগে মামলা রুজু হয়।

তদন্তে সিসিটিভি ফুটেজ, প্রযুক্তিগত তথ্য এবং মানব গোয়েন্দা সূত্র ব্যবহার করে অভিযুক্তদের শনাক্ত করা হয়।

তদন্তকারীদের অভিযোগ, এই চুরির ঘটনায় বিমান সংস্থার কর্মী, কার্গো পরিচালনাকারী এবং বাইরের সহযোগীদের নিয়ে একটি চক্র জড়িত ছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, বিমান সংস্থার ক্লিনিং ইনচার্জ রোশনকুমার প্যাটেল, নিরাপত্তা বিভাগের ইনচার্জ জায়েদ হাসান আনসারি এবং জয়েশ পরমার এই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। জয়েশ এখনও পলাতক।

অভিযোগ, সেলেমমোহাম্মদ ওরফে সালামকে বেঙ্গালুরুগামী বিমানে যাত্রী হিসেবে পাঠানো হয়। বিমানে ওঠার পর তার ব্যাগে সোনার গয়না রাখা হয় এবং পরে বেঙ্গালুরু বিমানবন্দর থেকে ব্যাগ সংগ্রহ করে সে ফের আমদাবাদে ফিরে আসে।

পরে চুরি হওয়া সোনা গলিয়ে বার ও রডে পরিণত করে গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যবসায়ীর মাধ্যমে বিক্রি করা হয় বলে অভিযোগ।

গ্রেফতারদের মধ্যে রয়েছে সেলেমমোহাম্মদ আনসারি, কদলিপভাই ওরফে বাপু প্যাটেল, রোশনকুমার প্যাটেল, জায়েদ হাসান আনসারি, সুলতান সামা, রবিকান্ত বাগিয়া, কিরণ পাওয়ার এবং শঙ্কর ভাকসে।

এছাড়া আরও চারজন অভিযুক্ত রিজওয়ান মাজিদভাই, ফারুক সামা, যোগেশ পাটিল এবং জয়েশ পরমার এখনও পলাতক।

অভিযানে ৬৯.২৪ লক্ষ টাকা নগদ, সোনা ও রুপোর বার, রড এবং একটি রুপোর বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে। সব মিলিয়ে উদ্ধার হওয়া সম্পত্তির মূল্য ১ কোটি ৭২ লক্ষ ৪ হাজার ৮০০ টাকা।

পুলিশ জানিয়েছে, বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে এবং চুরি হওয়া সোনা কোথায় কোথায় বিক্রি হয়েছে, তার সম্পূর্ণ চক্রও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তীব্র গরমে উত্তরপ্রদেশে বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ মায়াবতীর, সরকারের হস্তক্ষেপের দাবি

লখনউ, ২২ মে (আইএএনএস): তীব্র গরমের মধ্যে উত্তরপ্রদেশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মায়াবতী। শুক্রবার তিনি বলেন, এই পরিস্থিতিতে কোটি কোটি মানুষের দৈনন্দিন জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ করা পোস্টে বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) প্রধান বলেন, জনবহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশে প্রচণ্ড গরমের সময় বিদ্যুৎ ঘাটতি এবং ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতার অভিযোগ এখন সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মায়াবতীর দাবি, অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের কারণে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং সমাজের পরিশ্রমী মানুষ চরম সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। বহু এলাকায় বিদ্যুৎ পরিস্থিতির অবনতির ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি আরও বলেন, গ্রাম ও শহর উভয় এলাকাতেই লাগাতার বিদ্যুৎ বিভ্রাট সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বাড়াচ্ছে। বিভিন্নভাবে মানুষ অসন্তোষ প্রকাশ করছেন এবং বিষয়টি সংবাদমাধ্যমেও ব্যাপক গুরুত্ব পাচ্ছে।

যোগী আদিত্যনাথ নেতৃত্বাধীন উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে দ্রুত পদক্ষেপের আবেদন জানিয়ে মায়াবতী বলেন, গ্রীষ্মের এই চরম পরিস্থিতিতে মানুষের দুর্ভোগের কথা মাথায় রেখে যথাযথ বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি।

শুধু তাৎক্ষণিক নয়, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনারও প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন তিনি। তাঁর মতে, ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়াতে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং বিদ্যুৎ পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার দিকে সরকারের নজর দেওয়া উচিত।

তিনি বলেন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা উন্নত করা গেলে তা বৃহত্তর জনস্বার্থে কাজ করবে এবং গরম ও বিদ্যুৎ সমস্যায় জর্জরিত মানুষ স্বস্তি পাবেন।

উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশের একাধিক জেলায় তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে এবং বিদ্যুতের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শহর ও গ্রামাঞ্চল উভয় জায়গা থেকেই অনিয়মিত বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ সামনে আসছে।

চলতি মরশুমে রাজ্যে তাপপ্রবাহ একাধিক রেকর্ড ভেঙেছে। বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলের বান্দা জেলা সবচেয়ে উষ্ণ এলাকায় পরিণত হয়েছে। ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশে তিন দিনের তাপপ্রবাহের সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার বিভিন্ন নির্দেশিকা জারি করেছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য দফতর চরম গরমে কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, সে বিষয়ে সচেতনতা প্রচার চালাচ্ছে। নাগরিকদের অপ্রয়োজনীয়ভাবে রোদে বাইরে না যাওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

গাড়ি চুরি ও একাধিক চুরির ঘটনায় জড়িত দুই ভাই গ্রেফতার, দিল্লি পুলিশের বড় সাফল্য

নয়াদিল্লি, ২২ মে (আইএএনএস): যানবাহন চুরি এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ দমনে বড় সাফল্য পেল দিল্লি পুলিশ। গাড়ি চুরি ও একাধিক বাড়িতে চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই ভাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে শুক্রবার পুলিশ জানিয়েছে।

দক্ষিণ দিল্লির অলকানন্দা মার্কেটের কাছে নিয়মিত গাড়ি তল্লাশির সময় সি.আর. পার্ক থানার পুলিশ পিকেট কর্মীরা অভিযুক্তদের আটক করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ দলকে দেখে অভিযুক্তরা মোটরসাইকেলে পালানোর চেষ্টা করে। তবে সংক্ষিপ্ত ধাওয়ার পর তাদের ধরে ফেলা হয়।

যাচাইয়ের সময় উদ্ধার হওয়া মোটরসাইকেলটি চুরি যাওয়া বলে জানা যায়। সেটি বসন্ত কুঞ্জ এলাকার একটি মামলার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

গ্রেফতার দুই অভিযুক্তের নাম দীপক ওরফে সেঠি (৩১) এবং টিঙ্কু ওরফে ভোলা (২৯)। তারা দক্ষিণ দিল্লির আয়া নগর এলাকার বাসিন্দা এবং সম্পর্কে দুই ভাই। পুলিশের দাবি, এর আগে তাদের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধমূলক রেকর্ড ছিল না।

জিজ্ঞাসাবাদে টিঙ্কু জানায়, খারাপ সঙ্গের কারণে তারা মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। নেশার খরচ জোগাতেই তারা চুরি ও ডাকাতির মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

পুলিশের দাবি, চুরি করা মোটরসাইকেল ব্যবহার করে তারা বিভিন্ন এলাকায় রেকি করত এবং পরে চুরি করা জিনিস নিজেদের বাড়িতে লুকিয়ে রেখে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করত।

দুই অভিযুক্ত আয়া নগর এবং সংলগ্ন এলাকায় একাধিক বাড়িতে চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার কথাও স্বীকার করেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। অভিযোগ, তারা নগদ অর্থ, গয়না, মোবাইল ফোনসহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী চুরি করত।

তদন্তে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা বা ফাঁকা বাড়িগুলিকেই তারা নিশানা করত। গভীর রাতে বাড়ির ছাদ, বারান্দা বা পেছনের অংশ দিয়ে ঢুকে চুরি চালাত যাতে তালা ভাঙার শব্দে কেউ সতর্ক না হয়ে যায়।

অভিযানের সময় পুলিশ ১১টি মোবাইল ফোন, সাতটি হাতঘড়ি, দুটি সোনার চেন, সাতটি রুপোর মুদ্রা, প্রায় ৭৫০ গ্রাম সোনা ও রুপোর গয়না, ৯৯ হাজার টাকা নগদ, একটি রুপোর মূর্তি, একটি বোতাম টেপা ছুরি এবং অপরাধে ব্যবহৃত চুরি করা মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে।

পুলিশের দাবি, এই গ্রেফতারের মাধ্যমে তিনটি চুরির মামলা, একটি গাড়ি চুরির মামলা এবং একটি অস্ত্র আইনের মামলা সমাধান হয়েছে।

দক্ষিণ জেলার উপ-পুলিশ কমিশনার অনন্ত মিত্তাল বলেন, এই অভিযান সি.আর. পার্ক থানার পুলিশের সতর্কতা ও পেশাদারিত্বের প্রমাণ। তিনি জানান, অপরাধের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে কাজ করছে দক্ষিণ জেলা পুলিশ।

গরমে রসনাতৃপ্তি মেটাতে বাজারে এলো সুস্বাদু আনারস। ছবি নিজস্ব।

শনিছড়া পি.এইচ.সি.-র অধীনে বালিছড়ায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির ও আয়ুষ্মান কার্ড প্রদান

আগরতলা, ২২ মে : গ্রামীণ এলাকার মানুষের দোরগোড়ায় উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলার শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে বালিছড়া এ.এ.এম.-এ গতকাল একটি বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে এলাকার শিশু, মহিলা ও পুরুষ সহ মোট ৫২ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ ও ওষুধ দেওয়া হয়।
স্বাস্থ্য শিবিরটিতে মূল দায়িত্বে থেকে রোগীদের পরিষেবা দেন কমিউনিটি হেলথ অফিসার সুস্মিতা দাস। তাঁর সাথে সহযোগী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাল্টি পারপাস ওয়ার্কার রিলবুল রাংলুং। এছাড়াও গ্রামীণ স্তরে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে এবং শিবিরের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এলাকার ৩ জন আশা কর্মী।
শিবিরে আসা রোগীদের বিভিন্ন ধরণের শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়, যার বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:
রক্তচাপ পরীক্ষা: শিবিরে আগত সাধারণ মানুষের মধ্যে মোট ২৩ জনের রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা করা হয়।
ম্যালেরিয়া পরীক্ষা: বর্ষার মরশুমের আগে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের আগাম সতর্কতা হিসেবে ১১ জন রোগীর রক্তের স্লাইড সংগ্রহ করা হয়।
হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা ও অ্যানিমিয়া সনাক্তকরণ: শিবিরে উপস্থিত ৩১ জনের হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে যে, তাদের মধ্যে ১৭ জন মৃদু অ্যানিমিয়া এবং ৭ জন মাঝারি ধরণের অ্যানিমিয়ায় ভুগছেন।
অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতায় আক্রান্ত রোগীদের এবং অন্যান্য সাধারণ অসুস্থতায় ভুগতে থাকা সমস্ত রোগীদের চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ওষুধ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।
এই শিবিরের অন্যতম একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল সরকারি স্বাস্থ্য যোজনার সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। শিবিরে উপস্থিত আয়ুষ্মান মিত্র সুরজিৎ দেবনাথ সক্রিয়ভাবে যোগ্য উপভোক্তাদের চিহ্নিত করেন এবং অন-স্পট বেশ কিছু নতুন আয়ুষ্মান কার্ড তৈরি করে দেন। এর ফলে এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলি আগামীদিনে ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা লাভকরতে পারবেন।
কমিউনিটি হেলথ অফিসার সুস্মিতা দাস জানান, গ্রামীণ এলাকার প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এই ধরণের শিবির আগামীদিনেও জারি থাকবে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ওষুধ এবং সরকারি কার্ডের সুবিধা পেয়ে বালিছড়া ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা স্বাস্থ্য দপ্তরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিলোনিয়ায় "টিবি মুক্ত ভারত অভিযান" উপলক্ষে সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২২ মে : দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমও)-এর উদ্যোগে শনিবার বিলোনিয়ার আইসিভি কলেজে "টিবি মুক্ত ভারত অভিযান" উপলক্ষে এক বিশেষ সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সমাজকে টিবি-মুক্ত করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর অভিজিৎ চৌধুরী, অ্যালবার্ট দেববর্মা, স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার (নিকষয় মিত্র), অপরাজ শর্মা, ডিবিটি কনসালট্যান্ট, ত্রিপুরা রাজ্য এবং সংকর পাল, এসটিএস, বিলোনিয়া টিইউ। এছাড়াও জেলা এনটিইপি টিম ও বিলোনিয়া টিইউ-র সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি "টিবি মুক্ত ভারত" গঠনে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের বার্তা দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত

আগরতলা, ২২ মে : আজ সকালে লোক ভবনে এসে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন ন্যাশনাল কমিশন ফর সিডিউল কাস্ট এর সদস্য ড. পার্থ বিশ্বাস। লোক ভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

টিএসআর জওয়ানদের তৎপরতায় বড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল দুই বাড়ি ও একটি স্কুল

আগরতলা, ২২ মে: সকাল প্রায় সাড়ে ৯টা নাগাদ ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস-এর ৩য় ব্যাটালিয়নের জিওলছড়া ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় রমেশ রিয়াং-এর বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।ঘটনার খবর পেয়ে জিওলছড়া ক্যাম্পের টিএসআর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজে নেমে পড়েন। দমকল বাহিনী পৌঁছানোর আগেই জওয়ানদের তৎপরতায় আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে।
টিএসআর কর্মীদের দ্রুত পদক্ষেপের ফলে আগুন পাশের আরও দুটি বাড়ি এবং একটি স্কুলে ছড়িয়ে পড়ার আগেই রুখে দেওয়া সম্ভব হয়। তবে আগুনে রমেশ রিয়াং-এর বাড়িটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়।
ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলেও টিএসআর জওয়ানদের দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ত্রিপুরা ক্যাডারের আইপিএস অফিসার রাজীব সিং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের সচিব পদে নিযুক্ত

আগরতলা, ২২ মে : ত্রিপুরা ক্যাডারের বর্ষীয়ান আইপিএস অফিসার রাজীব সিং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের সচিব (সিকিউরিটি) পদে নিযুক্ত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাপয়েন্টমেন্টস কমিটি অব দ্য ক্যাবিনেট এই নিয়োগে অনুমোদন প্রদান করেছে।
সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বর্তমানে মণিপুর সরকারের ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ডিজিপি) হিসেবে দায়িত্ব পালনরত রাজীব সিং দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকেই নতুন পদে কার্যকরভাবে নিযুক্ত হবেন। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল থাকবেন।
ত্রিপুরা ক্যাডারের ১৯৯৩ ব্যাচের আইপিএস অফিসার রাজীব সিং দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরা পুলিশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রশাসনিক দক্ষতা, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতা এবং কর্মদক্ষতার জন্য তিনি পুলিশ মহলে বিশেষভাবে পরিচিত।
রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, গোয়েন্দা তৎপরতা এবং প্রশাসনিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অতীতে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করছেন প্রশাসনিক মহলের একাংশ। পরবর্তীতে তিনি মণিপুর পুলিশের শীর্ষ পদেও সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব সামলান।

ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি"র অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল

আগরতলা, ২২ মে : রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু আজ সকালে অক্সিজেন পার্কে আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি"র অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, ত্রিপুরাতে বেশি করে পাওয়া যায় এমন গাছ লাগানোর বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের বাঁশ, আগর গাছ, চা গাছ প্রভৃতি। রাজ্যপাল অক্সিজেন পার্কে অর্কিডিয়াম ও ফার্নারিয়াম পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা বন দপ্তরের আধিকারিকগণ রাজ্যপালকে এখানে সংরক্ষিত বিভিন্ন প্রজাতির অর্কিড ও ফার্ণ সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন। রাজ্যপাল অক্সিজেন পার্কে একটি আগর গাছের চারাও রোপণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বন দপ্তরের সচিব আর কে শ্যামল, পিসিসিএফ এবং টিএফডিপিসি এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর পি এল আগরওয়াল, পিসিসিএফ (এপিএর এন্ড প্রোটেকশন) চৈতন্য মূর্তি সহ বন দপ্তরের আধিকারিকগণ। লোক ভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

২৮মে প্রজ্ঞাভবনে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা

আগরতলা, ২২ মে : জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ২৮ মে প্রজ্ঞাভবনে জনজাতীয় গরিমা উৎসবের অন্তর্গত "নতুন ভারতে বিরসা আজ ও জীবিত" উদযাপন উপলক্ষ্যে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক বিশেষ মতবিনিময় সভা এবং বন অধিকার আইন (এফআরএ) মানচিত্র প্রকাশ করা হবে। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে রাজ্যপাল মতবিনিময় করবেন। এ উপলক্ষ্যে আজ জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শুভাশীষ দাস সভাপতিত্ব করেন এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার জন্য দপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

পানিসাগরে কলেজ স্তরের মেগা সচেতনতা শিবির: তামাক বর্জন, মাদক নিরাময়, ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গু দমনে জোর

আগরতলা, ২২ মে : যুবসমাজকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলতে এবং বিভিন্ন মারণ ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করতে উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরস্থিত ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজে ১৯ মে একটি উচ্চপর্যায়ের স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই বিশেষ কর্মশালায় জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, এইচআইভি/এইডস, অসংক্রামক ব্যাধি এবং জাতীয় ভেক্টর বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
উক্ত সচেতনতা শিবিরে প্রধান বক্তা ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা জেলা টিবি অফিসার জেলা ম্যালেরিয়া অফিসার ডাঃ সৌম্য কান্তি সিনহা। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন অসংক্রামক ব্যাধি এবং জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন-চার্জ ডাঃ অলক কুমার ধর। ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।
কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা ম্যালেরিয়া অফিসার ডাঃ সৌম্য কান্তি সিনহা ভেক্টর বাহিত রোগ, বিশেষ করে ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের জানান যে, গত ১৬ মে, ২০২৬ থেকে আগামী ৩০ মে, ২০২৬ পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে "জাতীয় ডেঙ্গু দিবস" উপলক্ষ্যে বিশেষ পাক্ষিক কর্মসূচি চলছে। এই প্রসঙ্গে তিনি ডেঙ্গুর লক্ষণ, এডিস মশার বংশবৃদ্ধি রোধ এবং জমা জল নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলেন। একই সাথে উত্তর ত্রিপুরা জেলাকে ম্যালেরিয়া মুক্ত করতে সাধারণ মানুষের সচেতন এবং মশারি ব্যবহারের অভ্যাসের ওপর তিনি জোর দেন।
অন্যতম প্রধান বক্তা ডাঃ অলক কুমার ধর তাঁর আলোচনায় অসংক্রামক ব্যাধি যেমন- উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও ক্যানসারের মতো ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আধুনিক জীবনযাত্রা এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে এই রোগগুলি যুবসমাজের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে।

পশুপালনের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে রাজ্যের বর্তমান সরকার আন্তরিক প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী

আগরতলা, ২২ মে : পশুপালনের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে রাজ্যের বর্তমান সরকার আন্তরিক। এজন্য নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ। আজ বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত মধুপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশে একটি পশু চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। তিনি বলেন, এই চিকিৎসালয় উদ্বোধনের ফলে এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন। মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে মধুপুর এবং সংলগ্ন এলাকার মানুষ তাদের গৃহপালিত প্রাণীর টিকাকরণ এবং চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ নিতে পারবেন। তিনি বলেন, শুধু পশু চিকিৎসা কেন্দ্রেই প্রাণীপালকগণ তাদের গৃহপালিত প্রাণীর চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন না দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন এমন ক্ষেত্রে ১৯৬২-তে ফোন করলে পশু চিকিৎসক সহ অ্যাম্বুলেন্স বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবে। তিনি বলেন, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৫০টি মিনি মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিট চালু করবে। এগুলি চালু হলে পশু চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। তিনি বলেন, পশু পালনের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা যাতে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীপালক সম্মাননিধি যোজনা চালু করা হয়েছে। এই যোজনার আওতায় প্রতিবছর ৬ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। এবছর এই প্রকল্পে সিপাহীজলা জেলার ৭০০ জন সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছেন।
অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা নীরজ কুমার চঞ্চল। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব, বিশালগড় ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধানগণ। উল্লেখ্য, এই পশু চিকিৎসালয়টি নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা।

যাত্রাপুর থানার অভিযানে ১৬২ কেজি গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার বাড়ির মালিক

কাঠালিয়া, ২২ মে:- গতকাল রাতে যাত্রাপুর থানার পুলিশের এক অভিযানে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে বাড়ির মালিক আতিকুল ইসলামকে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বাঁশপুকুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নাইন্দার পার এলাকার বাসিন্দা আতিকুল ইসলামের বাড়িতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় যাত্রাপুর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত প্রায় সাড়ে ৯টার পর থানার ওসি পার্থনাথ ভৌমিকের নেতৃত্বে সাব-ইন্সপেক্টর বিজয় চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, অন্যান্য পুলিশ কর্মী এবং টিএসআর জওয়ানদের নিয়ে ওই বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়।
তল্লাশির সময় বাড়ির রান্নাঘর থেকে তিনটি প্লাস্টিকের ড্রাম ভর্তি মোট ১৬২ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে গাঁজাগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং অবৈধভাবে মজুত রাখার অভিযোগে বাড়ির মালিক আতিকুল ইসলামকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।
শুক্রবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করে ওসি পার্থনাথ ভৌমিক জানান, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং তাকে সোনামুড়া আদালতে সোপর্দ করা হবে।
উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন পর এলাকায় বড়সড় মাদকবিরোধী অভিযানে এক কুখ্যাত গাঁজা কারবারিকে বিপুল পরিমাণ মাদকসহ গ্রেফতার করায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অসহায় বৃদ্ধা চা শ্রমিকের ৩২ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে

আগরতলা, ২২ মে : সিমনা বিধানসভার অন্তর্গত ব্রহ্মকুন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতে এক অসহায় বৃদ্ধা চা শ্রমিকের আবাস যোজনার টাকা আত্মসাতের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যেরবিরুদ্ধে।
জানা গেছে, ব্রহ্মকুন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে বসবাস করেন ৭২ বছর বয়সি চা শ্রমিক চম্পা মুন্ডা। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় পাওয়া দুই কিস্তির ৯৬ হাজার টাকা দিয়ে তিনি নিজের ঘর নির্মাণ করেন। তবে ঘরের চারপাশে বেড়ার কাজ তখনও অসম্পূর্ণ ছিল।
অভিযোগ, সেই সময় এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য কিষাণ সাঁওতাল বাকি কাজ সম্পূর্ণ করে দেওয়ার আশ্বাস দেন। পরে তিনি টিন এনে ঘরের চারপাশে লাগিয়ে কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে পঞ্চায়েতে ছবি জমা দেন। এর ভিত্তিতে চম্পা মুন্ডার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আবাস যোজনার শেষ কিস্তির ৩২ হাজার টাকা ঢুকে যায়।
এরপর কিষাণ সাঁওতাল চম্পা মুন্ডাকে ব্যাংকে নিয়ে গিয়ে দুই দফায় পুরো ৩২ হাজার টাকা তুলে নেন বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, টাকা তোলার পর ঘরে লাগানো টিনও খুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে দাবি পরিবারের।
চম্পা মুন্ডার ছেলে কৃষ্ণা মুন্ডা জানান, বিষয়টি পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্যদের জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত ঘরটির কাজ সম্পূর্ণ করা হয়নি। পরিবারের দাবি, দ্রুত ঘরটি সম্পূর্ণ করে দেওয়ার পাশাপাশি অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এ ঘটনায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

মোদি

● প্রথম পাতার পর
এবং ভারতের জনগণের উষ্ণ অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তার জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।"
এর আগে শুক্রবার প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টোডৌলিডেস মহাত্মা গান্ধী-র সমাধিস্থল রাজঘাটে শ্রদ্ধা জানান।
এদিকে বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর-ও প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টোডৌলিডেসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহযোগিতা ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুপ্রবেশকারীদের এক এক

● প্রথম পাতার পর
সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তখন অনেকেই আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু আমাদের জওয়ানরা তা সফলভাবে করেছে। একইভাবে অনুপ্রবেশও গোড়া থেকে নির্মূল করা সম্ভব।"
তিনি দাবি করেন, নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যাকে দীর্ঘদিন অবহেলা না করে মূল থেকে সমাধান করতে হবে।
শাহ জানান, অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কেন্দ্র সরকার সীমান্ত থেকে বিএসএফ-এর তল্লাশি ও গ্রেফতারের অধিকার ১৫ কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে ৫০ কিলোমিটার করেছে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সীমান্তে বেড়া নির্মাণের জন্য জমি হস্তান্তর শুরু করেছে বলে তিনি জানান।
অনুষ্ঠানে বিএসএফ-এর পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানও হয়, যেখানে ৪৩ জন জওয়ানকে সম্মানিত করা হয়েছে।
অমিত শাহ বলেন, ১৯৬৫ থেকে ২০২৫ এই দীর্ঘ যাত্রাপথে বিএসএফ সীমিত সম্পদ নিয়ে শুরু করে আজ বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ সীমান্তরক্ষী বাহিনীতে পরিণত হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, "দেশপ্রেম এবং কর্তব্যনিষ্ঠার মাধ্যমে কঠিন পরিস্থিতিকেও জয় করা যায় বিএসএফ তারই উদাহরণ।"

১০ রাজ্যে ২৪ টি রাজ্যসভা আসনে ভোট ১৮ জুন

● প্রথম পাতার পর
এছাড়াও প্রয়াত শিবু সরেন-এর ঝাড়খণ্ডের আসনেও নির্বাচন হবে। তাঁর মৃত্যু পরবর্তী সময় থেকে আসনটি শূন্য ছিল।
অন্য যাঁদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অযোধ্যা রামি রেড্ডি আল্লা, পিল্লি সুভাষচন্দ্র বোস, রামভাই হারজিভাই মোকারিয়া, জর্জ কুরিয়ান, মহারাজা সানাজাওবা লেইশেম্বা, নীরজ ডাঙ্গি, রাজেন্দ্র গেহলট, নাবাম রেবিয়া, ইরান্না কাদাদি এবং কে. ভানলালভেনা প্রমুখ।
উল্লেখ্য, রাজ্যসভা বা কাউন্সিল অফ স্টেটস হল সংসদের উচ্চকক্ষ, যেখানে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে সদস্য নির্বাচন করেন।

২১ জুন নিট-ইউজি

● প্রথম পাতার পর
মূল্যায়নের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই অসামঞ্জস্য রয়েছে, যা এখন স্বীকার করার সময় এসেছে।
ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, যদি সমালোচনা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য হয়, তাহলে তা গ্রহণ করা উচিত। নতুন কোনও ব্যবস্থা চালু করতে গেলে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকতেই পারে। যৌথ আলোচনা ও গঠনমূলক সমালোচনাই সঠিক পথ দেখাতে পারে।
তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার কোনও গুরুতর সমস্যাকে এড়িয়ে যাবে না বা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করবে না।
শিক্ষামন্ত্রী জানান, সমাজের বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা পূরণ করা সরকারের দায়িত্ব এবং পরীক্ষায় অসাধু উপায়ের মতো সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে লড়াই করা প্রয়োজন।
তিনি বলেন, আমি চাই আপনারা শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর উপর আস্থা রাখুন। এই শিক্ষানীতি দেশের জন্য এক দার্শনিক নথির মতো।
এছাড়াও অতিরিক্ত 'কোচিং সংস্কৃতি' নিয়ে অভিভাবকদের আত্মসমালোচনার আহ্বান জানান তিনি।
ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, সন্তানদের সহায়তা করা বা টিউশনের ব্যবস্থা করা ভালো বিষয়। কিন্তু একজন ছাত্রকে পণ্যে পরিণত করা এবং তার উপর অসহনীয় চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয়, যাতে সে নিজের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

এভারেস্ট পর্বতারোহী

● প্রথম পাতার পর
পর্বতারোহী কামি রিতা শেরপা শুক্রবার কাঠমান্ডুতে ফিরে উষ্ণ সংবর্ধনা পান। তিনি ৩২তম বারের জন্য এভারেস্ট জয় করে নিজের বিশ্বরেকর্ড আরও বাড়িয়েছেন। ৫৬ বছর বয়সি কামি রিটা ১৭ মে সকাল ১০টা ১২ মিনিটে শীর্ষে পৌঁছে নতুন নজির গড়েন।

আবাসনে উদ্ধার যুবকের ঝুলন্ত

● প্রথম পাতার পর
ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, যুবকটি ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
এই ঘটনায় মৃতের পরিবারে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এক তরতাজা যুবকের আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যেও শোক ও বিস্ময়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কেন এমন ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গেছে।

কলেজ পড়ুয়াদের সমস্যা নিয়ে

● প্রথম পাতার পর
এবিভিপি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে বলেও জানান রবি শঙ্কর হালদার। তবে উপাচার্য সন্তোষজনক কোনও উত্তর দিতে পারেননি বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, পরিস্থিতির চাপে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি গ্রীষ্মের ছুটি ঘোষণা করেছে।
রবি শঙ্কর হালদার বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া হবে না। দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে গ্রীষ্মের ছুটির পর এবিভিপি বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে। প্রয়োজনে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তর ঘেরাও করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।
এদিকে শুক্রবার এবিভিপির পক্ষ থেকে আগরতলার মহিলা মহাবিদ্যালয়ের সামনে সড়ক অবরোধ কর্মসূচিও পালন করা হয়। এর ফলে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

বজ্রাঘাতে কৃষকের মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর
তিনি পেশায় কৃষক ছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বেলা প্রায় ১২টা নাগাদ আকাশ কালো হয়ে আসে এবং অল্প বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হয়। সেই সময় নিজের জমি থেকে গরু আনতে যান সুশীল দাস। অভিযোগ, জমিতেই বজ্রাঘাতে গুরুতর আহত হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।
ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে মৃতের এক আত্মীয় জানান, বজ্রপাতের পর অনেকক্ষণ ধরে তিনি জমিতে পড়ে ছিলেন। পরে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতাল-এ নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
মৃত সুশীল দাসের পরিবারে স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। তার আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পাশাপাশি মেথির মিয়া গ্রাম সহ আশপাশের এলাকাতেও শোকের পরিবেশ বিরাজ করছে।

অয়েল পাম চাষে সরকার

● প্রথম পাতার পর
চাষ সম্প্রসারণের আগ্রহ প্রকাশ করে সংস্থাটি। এছাড়াও, নালকাঁটায় প্রস্তাবিত গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র (আরঅ্যান্ডডি সেন্টার) এবং একটি অত্যাধুনিক 'সেন্টার অব এক্সেলেন্স' গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হয়। এই কেন্দ্রটি ভবিষ্যতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষক, গবেষক ও বিজ্ঞানীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠবে বলে প্রতিনিধিদল জানায়। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে জমি বরাদ্দের আবেদনও জানানো হয়।
বৈঠকে নালকাঁটায় অয়েল পাম প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন, উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সিড গার্ডেন তৈরি, অয়েল পাম চাষে সার বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং সরকারি উদ্যান ও চা-বাগানে অয়েল পাম সম্প্রসারণের সম্ভাবনা নিয়েও গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়।
সবশেষে মন্ত্রী রতন লাল নাথ প্রতিনিধিদলকে আশ্বস্ত করে বলেন, ত্রিপুরায় অয়েল পাম চাষের সফল বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণে রাজ্য সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিষয়গুলি দ্রুত খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশও দেন তিনি।

মাটি নিয়ে বিবাদের জেরে

● প্রথম পাতার পর
ঘটনা দেখে স্থানীয় লোকজন দ্রুত আহত মহিলাকে উদ্ধার করে প্রথমে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে সেখান থেকে গোবিন্দ বল্লভ পন্ত হাসপাতাল-এ স্থানান্তর করা হয়।
ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে ঘটনায় থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতারের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 23-05-2026, 01:19

াঙ্গন

আন্ত স্কুল টি টোয়েন্টি ক্রিকেট শুরু ২৫শে মে

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবার শুরু হতে চলেছে ছেলেদের সদর আন্ত স্কুল সীমিত ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এবারের এই টুর্নামেন্টে রেকর্ড সংখ্যক স্কুল অংশগ্রহণ করতে চলেছে। আগামী ২৫ মে থেকে শুরু হবে এই টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী স্কুল গুলিকে ইতিমধ্যেই আটটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এরমধ্যে এ গ্রুপে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ মিশন, ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির, প্রগতি বিদ্যা ভবন এবং শিশু বিহার। বি গ্রুপে উমাকান্ত একাডেমী, ইংলিশ রামনগর দ্বাদশ ইংলিশ, সেন্ট পলস, এবং হেনেরী ডেরিজিও একাডেমি। সি গ্রুপে হিন্দি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, উমাকান্ত একাডেমী, পিএম শ্রী এডি নগর ইংলিশ মিডিয়াম এবং নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন। ডি গ্রুপে ডুকলি মধুবন দ্বাদশ বিদ্যালয়, আনন্দনগর দ্বাদশ বিদ্যালয় ও প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির ই গ্রুপে হলি ক্রস স্কুল, ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম এবং বড়দোয়ালী দ্বাদশ বিদ্যালয়। এফ গ্রুপে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল, টিএম শ্রী কামিনী কুমার সিংহ মেমোরিয়াল স্কুল এবং ডঃ বি আর আম্বেদকর ইংলিশ মিডিয়াম। জি গ্রুপে রামঠাকুর পাঠশালা বয়েজ, সুখময় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এবং বাধারঘাট দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল। এইচ গ্রুপে রয়েছে বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন, শ্রী শ্রী রবি শংকর বিদ্যামন্দির এবং দিল্লী ওয়ার্ল পাবলিক স্কুল। টুর্নামেন্টের গ্রুপ লীগের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে আমতলী স্কুল মাঠ ও নেপকো মাঠে। কোয়ার্টার ফাইনাল সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে নরসিংগড় টি আই টি ও পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে। প্রতিদিনই হবে একাধিক ম্যাচ। ২৫ মে প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হবে দুটি ম্যাচ। তাতে আমতলী স্কুল মাঠে সকালে লড়বে শ্রীকৃষ্ণ মিশন ও প্রগতি বিদ্যাভবন। এই মাঠে দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে উমাকান্ত একাডেমী ইংলিশ মিডিয়াম ও সেন্ট পলস স্কুল। প্রতি গ্রুপের সেরা দলকে নিয়ে আগামী ১০ জুন চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে জয়ী চারটি দল ১২ জুন সেমিফাইনাল খেলবে। টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ১৪ জুন পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে।

এশিয়ান র‍্যাঙ্কিং টেনিসে দ্বিমুকুট পদ্মপ্রিয়ার ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন যশ কুমার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। আগরতলার মালঞ্চ নিবাসস্থিত স্টেট টেনিস কমপ্লেক্স এবং দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে সদ্য সমাপ্ত হলো টিটিএ এশিয়ান র‍্যাঙ্কিং ১৬ অনূর্ধ টেনিস টুর্নামেন্ট ২০২৬। প্রতিযোগিতার শেষ দিনে দুর্দান্ত পারফর্ম করে মেয়েদের বিভাগে ডাবল ক্রাউন বা জোড়া খেতাব ছিনিয়ে নিলেন অবাছাই খেলোয়াড় পদ্মপ্রিয়া রমেশ কুমার। গত সংস্করণেরও চ্যাম্পিয়ন পদ্মপ্রিয়া আজ মেয়েদের অনূর্ধ-১৬ সিঙ্গলসের ফাইনালে শীর্ষ বাছাই নিশা এঞ্জাকে সরাসরি ৬-৪, ৬-৪ সেটে পরাজিত করেন। ১ ঘণ্টা ৫৭ মিনিটের এই লড়াইয়ের পর, ডাবলস ফাইনালেও নিজের আধিপত্য বজায় রাখেন তিনি। সহ-খেলোয়াড় অর্ণবী দেবনাথের সঙ্গে জুটি বেঁধে পদ্মপ্রিয়া ৬-১, ৬-২ ব্যবধানে অবনী পুনাগান্তি ও বৈদেহী শিন্ডে জুটিকে অনায়াসে হারিয়ে দ্বিতীয় খেতাবটি নিজের নামে করেন। ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সম্পাদক সুজিত রায় এই খবর জানিয়েছেন।অন্যদিকে, ছেলেদের অনূর্ধ-১৬ সিঙ্গলসের ফাইনাল ম্যাচটি চোটের কারণে কিছুটা একপেশে রূপ নেয়। দুই অবাছাই খেলোয়াড় যশ কুমার এবং নিবরাস কাওসার হোসেনের মধ্যকার এই মেগা ফাইনালে পেশির সমস্যায় পড়েন নিবরাস। মাত্র ৪৭ মিনিটের লড়াইয়ে ০-৬, ০-৩ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় নিবরাস ম্যাচ ছেড়ে দিলে চ্যাম্পিয়ন ঘোষিত হন যশ কুমার। এই জয়ের ফলে ৩০০ এশিয়ান র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট লাভ করলেন যশ। তবে সিঙ্গলসে হতাশ হলেও ছেলেদের ডাবলস খেতাব ঘরে তুলেছেন নিবরাস কাওসার হোসেন ও অনিরুদ্ধ বোরা জুটি। ফাইনালে তাঁরা আরমান দুয়া ও সংকল্প কুমার সাহানি জুটিকে ৬-৩, ৭-৫ সেটে পরাজিত করেন। টুর্নামেন্টের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি প্রণব চৌধুরী ও তড়িৎ রায়, যুগ্ম সম্পাদক অরূপ রতন সাহা ও চিন্ময় দেববর্মা সহ এটিএফ সুপারভাইজার প্রবীণ নায়েক এবং টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর ডি দাস (ঋষি) উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেন।

দিল্লি থেকে অলিম্পিক অ্যাসো-র অনুমোদনের চিঠি পেল ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। ত্রিপুরা ক্রীড়াজগতে এক ঐতিহাসিক সাফল্যের পালক যুক্ত হলো। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন-এর কাছ থেকে অফিসিয়াল অনুমোদনের চিঠি (অ্যাফিলিয়েশন লেটার) পেল ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। শুক্রবার, দিল্লির আই.ও.এ অফিসে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়ের হাতে এই গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটি আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেন সর্বভারতীয় কর্মকর্তারা। এই বিশেষ প্রাপ্তির পর আগামী রবিবার, ২৪শে মে সকালে অনুমোদনের চিঠি নিয়ে রাজ্যে ফিরবেন তিনি। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক কৃষ্ণপদ সরকার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই আনন্দের খবর ভাগ করে নিয়েছেন।এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের পাশাপাশি দিল্লির সদর দপ্তরে ত্রিপুরায় ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আসন্ন ন্যাশনাল গেমসে ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ 'জিমনাস্টিকস' আসরটি সফলভাবে আয়োজন করার বিষয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। একই সাথে, আগামী ২৩শে জুন আন্তর্জাতিক অলিম্পিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে ত্রিপুরায় বিভিন্ন কর্মসূচির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, পদ্মশ্রী ডক্টর পি. টি. ঊষাকে ত্রিপুরা সফরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রাজ্য অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায়। আই.ও.এ-র এই সবুজ সংকেত আগামী দিনে ত্রিপুরার ক্রীড়াবিদদের জন্য এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নয়্যারকে ফিরিয়ে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা জার্মানির

মানুয়াল নয়্যারকে নিয়ে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেছে জার্মানি। ৪০ বছর বয়সী এই গোলকিপার ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তাঁকে শুধু দলেই ফেরানো হয়নি, কোচ ইউলিয়ান নাগলসমান তাঁকেই এক নম্বর গোলকিপার হিসেবে ঘোষণাও দিয়েছেন।

আজ ফ্রাঙ্কফুর্টে এক সংবাদ সম্মেলনে জার্মানির ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেন নাগলসমান। ২০১৪ বিশ্বকাপজয়ী দলের একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে শুধু নয়্যারই থাকছেন এবারের আসরে। এক যুগ আগের সেই দলে থাকা মাটিয়াস গিন্টার আলোচনায় থাকলেও কোচ তাঁকে রাখেননি। দল ঘোষণার সংবাদ সম্মেলনে নাগলসমান জানান, অবসর ভেঙে ফেরা নয়্যারই বিশ্বকাপে তাঁর প্রথম পছন্দ, 'মানুয়েল কোন মানের খেলোয়াড় এবং দলের জন্য কী অবদান রাখতে পারে, তা সবাই জানে। আমরা তাকে ১ নম্বর (প্রধান গোলকিপার) হিসেবেই পরিকল্পনা করছি।'

গুরুত্ব ও অভিজ্ঞতায় এগিয়ে থাকলেও নয়্যার অবশ্য অধিনায়কত্ব পাচ্ছেন না। জার্মানিকে বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দেবেন ইয়োশুয়া কিমিখ। ম্যানচেস্টার সিটি ও বায়ার্নের সাবেক উইঙ্গার লিরয় সানেও দলে জায়গা ধরে রেখেছেন। এ ছাড়া চোট কাটিয়ে বিশ্বকাপ দলে ফিরেছেন বায়ার্ন মিডফিল্ডার জামাল মুসিয়ালাও।

এ ছাড়া আর্সেনালের হয়ে সদ্য ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জেতা কাই হাভার্টজ, লিভারপুলের ফ্লোরিয়ান ভির্টৎস এবং নিউক্যাসলের নিক ভোল্টেমাডরাও বিশ্বকাপে যাচ্ছেন। বায়ার্নের ১৮ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড লেনার্ট কার্লও প্রথমবারের মতো কোনো বড় টুর্নামেন্টের জন্য ডাক পেয়েছেন। গত কয়েক বছরে নিয়মিত খেলেছেন, এমন ফুটবলারদের মধ্যে নিকলাস ফুলক্রুগ ও রবার্ট আনড্রিখ বিশ্বকাপে জায়গা পাননি। এ ছাড়া চোটের কারণে আগেই বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে পড়েছিলেন বায়ার্ন ফরোয়ার্ড সার্জ নাবরি ও বার্সেলোনা গোলকিপার মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন।

নাগলসমান বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল ঘোষণার ছয় ঘণ্টা আগে থেকেই কিছু খেলোয়াড়ের নাম ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে জানানো শুরু করে জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ডিএফবি)।

২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেওয়া জার্মানি এবারের বিশ্বকাপে গ্রুপ 'সি'তে কুরাসাও, আইভরিকোস্ট ও ইকুয়েডরের বিপক্ষে খেলবে। তার আগে ৩১ মে ফিনল্যান্ড এবং ৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

জার্মানির বিশ্বকাপ স্কোয়াড:

গোলকিপার: মানুয়েল নয়্যার, অলিভার বাউমান, আলেকজান্ডার ন্যুবেল।

ডিফেন্ডার: অ্যান্টোনিও রুডিগার, জোনাথন টাহ, নিকো শ্লটারবেক, ভালডেমার আন্টন, ডেভিড রাউম, মালিক থিয়াও, নাথানিয়েল ব্রাউন।

মিডফিল্ডার: ফেলিক্স এনমেচা, পাসকাল গ্রস, ফ্লোরিয়ান ভির্টৎস, জামাল মুসিয়ালা, লিয়ন গোরেৎসকা, অ্যাঞ্জেলো স্টিলার, লেনার্ট কার্ল, নাদিম আমিরি, ইয়োশুয়া কিমিখ, আলেকজান্ডার পাভলোভিচ, জেমি লেভেলিং।

ফরোয়ার্ড: কাই হাভার্টজ, ডেনিজ উনদাভ, লিরয় সানে, নিকোলাস ভোল্টেমাড, মাক্সিমিলিয়ান বায়ার।

বাছাইপর্বে নতুন নিয়ম উয়েফার

২০৩০ বিশ্বকাপে ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বাছাইপর্বে বড় ধরনের পরিবর্তন আনছে উয়েফা। গত বুধবার ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি জানিয়েছে, আগামী বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দুই স্তরের নতুন একটি পদ্ধতি চালু করা হবে, যেটা অনেকটা চ্যাম্পিয়নস লিগের বর্তমান সংস্করণের মতো।

নতুন এই নিয়মে বাছাইপর্বে শীর্ষ স্তরে থাকবে ৩৬টি দেশ। ২০২৮-২৯ মৌসুমের পুনর্গঠিত উয়েফা নেশনস লিগের পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে এই দলগুলো নির্ধারণ করা হবে। এই ৩৬টি দলকে ১২টি করে মোট তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হবে।

চ্যাম্পিয়নস লিগের বর্তমান নিয়মের মতোই, প্রতিটি দল আলাদা ছয়টি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মোট ছয়টি ম্যাচ খেলবে (তিনটি নিজেদের মাঠে, তিনটি প্রতিপক্ষের মাঠে)। প্রতিটি পট থেকে দুটি করে প্রতিপক্ষ নির্ধারণ করা হবে। লিগ ১—এর তিন গ্রুপের শীর্ষ দলগুলো সরাসরি ২০৩০ বিশ্বকাপের টিকিট পাবে। বাকি জায়গাগুলো নির্ধারণ করা হবে প্লে-অফের মাধ্যমে।

র‍্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে থাকা বাকি ১৮টি দেশ খেলবে দ্বিতীয় স্তরে (লিগ ২)। সেখান থেকেও বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করার সুযোগ থাকবে দলগুলোর।

উয়েফা সভাপতি আলেক্সান্দার সেফেরিন বলেন, 'এই নতুন ফরম্যাট দলগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভারসাম্য বাড়াবে এবং গুরুত্বহীন ম্যাচের সংখ্যা কমিয়ে আনবে। এতে সমর্থকেরা আরও আকর্ষণীয় ও গতিময় ফুটবল উপভোগ করতে পারবেন। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ম্যাচের সূচিতে বাড়তি কোনো দিন যোগ না করেই সব দলের জন্য বিশ্বকাপে যাওয়ার সমান সুযোগ নিশ্চিত হবে।'বাছাইপর্বের পাশাপাশি নেশনস লিগের ফরম্যাটেও বদল আনার ঘোষণা দিয়েছে উয়েফা। চারটির বদলে এখন থেকে নেশনস লিগ হবে তিন স্তরের, যেখানে প্রতিটি স্তরে থাকবে ১৮টি করে দল। প্রতিটি স্তরকে আবার ছয়টি করে দলকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হবে।

মহিলা ক্রিকেটে স্ফুলিঙ্গকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ ইউ: ফ্রেন্ডস-এর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। তাও তিন উইকেট এর ব্যবধানে শক্তিশালী স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে হারিয়ে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। গ্রুপ এ এর পঞ্চম ম্যাচে আজ এমবিবি স্টেডিয়ামে স। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের ব্যাটারসরা প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে নয় উইকেটে ১৯৫ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর মহিলা ক্রিকেট দল ৭ উইকেট হারিয়ে ৩৩ ওভার ৩ বল খেলে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের সঞ্জনা মুড়া সিং সর্বাধিক ২৭ রান পায়। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের তৃষা পাল সর্বাধিক ২৬ রান সংগ্রহ করে। বোলিংয়ে স্ফুলিঙ্গ এর মাহি শীল ৪৩ রানে তিনটি উইকেট পেলেও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের সৌরমিতা চৌধুরী ও বনিতা দাস দুটি করে উইকেট পেয়েছে। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে বনিতা পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

রামনগর স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে জয় অব্যাহত নিউ প্লে সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।।জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো নিউ প্লে সেন্টার। টানা ২ ম্যাচে জয়লাভ করে " বি " গ্রুপে শীর্ষে রয়েছে সৈকত লস্কর এর দল নিউ প্লে সেন্টার। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের সীমিত ওভারের ক্রিকেটে। শুক্রবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে নিউ প্লে সেন্টার ৩৯ রানে পরাজিত করে রামনগর স্পোর্টিং ক্লাবকে। বিজিত দলের পূজা পালের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স বিফলে গেলো।সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে নিউ প্লে সেন্টার ১৬৩ রান করে। দলের পক্ষে শ্রাবন্তী চৌধুরী ৬৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩, আকাঙ্ক্ষা দেবনাথ ৪৩ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ এবং অর্পিতা ঘোষ ৩০ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৫৬ রান।রামনগর স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষে পূজা পাল ২৫ রানে ৫ টি এবং প্রিয়া সাহা ৪৫ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে রামনগর স্পোর্টিং ক্লাব ১২৪ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে একা লড়াই করেন পূজা পাল। পূজা ৫৭ বল খেলে ১০ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬২ রান করেন। এছাড়া কেউ দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি।দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৫ রান। নিউ প্লে সেন্টারের পক্ষে পূর্বা চৌধুরী ২২ রানে এবং দেবাসমিতা দে ২৬ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করেন।

আকাশবাণীর ম্যারাথনের তন্ময়, দেবলীনা চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। আকাশ বাণীর ৯০ বছর পূর্তি উদ্যাপন উপলক্ষে আকাশবাণী আগরতলা-এর উদ্যোগে একটি প্রতীকী ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়। শুক্রবার ভোরে আকাশবাণী আগরতলার উত্তর গেট থেকে এই ম্যারাখন শুরু হয়ে গান্ধী মূর্তি পর্যন্ত গিয়ে পুনরায় অফিস প্রাঙ্গণে ফিরে আসে।এই প্রতীকী ম্যারাথনের পতাকা দেখিয়ে শুভ সূচনা করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার এবং দ্রোণাচার্য্য পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক বিশ্বেশ্বর নন্দী। তাঁদের উপস্থিতি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করে।পুরুষ বিভাগে তন্ময় ভৌমিক প্রথম, পলাশ দেবনাথ দ্বিতীয় এবং নয়ন দাস তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। মহিলা বিভাগে দেবলীনা লোধ প্রথম, অরিজিতা সাহা দ্বিতীয় এবং শুভশ্রী সাহা তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।আকাশবাণীর ১০ বছরের গৌরবময় পথচলাকে স্মরণ করে আয়োজিত এই প্রতীকী ম্যারাথনে আকাশবাণীর আধিকারিক, কর্মী, শিল্পী, শ্রোতা এবং বিভিন্ন স্তরের ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুস্থ জীবনযাপন, সামাজিক সম্প্রীতি এবং আকাশবাণীর ঐতিহ্যবাহী ভূমিকার বার্তা তুলে ধরা হয়।

রয়েল কোচিং সেন্টারকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ পেলো আগরতলা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। বড় ব্যবধানে জয় দিয়ে আসর শুরু করলো আগরতলা কোচিং সেন্টার। নিজেদের প্রথম ম্যাচে কার্যত বিধ্বস্ত করলো দুর্বল রয়েল কোচিং সেন্টার। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের এক দিবসেও ক্রিকেটে। তাতে আগরতলা কোচিং সেন্টার জয়লাভ করে ২১৪ রানে। শুক্রবার টি আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। এদিন সকালে টসে জয় লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আগরতলা কোচিং সেন্টার নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ২৪৮ রান করে। দলকে বড় স্কোর গড়াতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন ঋদ্ধি নম:, মেগা দাস এবং দেবী দাস। এই ত্রয়ী হাত ধরে লড়াকু স্কোর গড়েছে আগরতলা কোচিং সেন্টার। দলের পক্ষে মেগা দাস ৬২ বল খেলে আটটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৭, ঋদ্ধি নম: ১০৭ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৬, দেবী দাস একান্ন বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২ এবং মৃত্তিকা চৌধুরী ৬৫ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি সাহায্যে ত্রিশ রান করেন। পঞ্চম উইকেটে মেগা এবং দেবী ১০৪ রান যোগ করেছেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৪ রান। রয়েল কোচিং সেন্টার এর পক্ষে হাপিজা বেগম ৫৪ রানের দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে বিশাল রানের নিচে কার্যত চাপা পড়ে যায় রয়েল কোচিং সেন্টার। দলমাত্র ৩৪ রান করতে সক্ষম হয়েছে। অতিরিক্ত খাতে দল সর্বোচ্চ পায় ১৯ রান। দলের কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। আগরতলা কোচিং সেন্টারের পক্ষে পল্লবী দেবনাথ ৬ রানে ৩ টি, অলংকৃতা সাহা ৫ রানে, ঋদ্ধি নম ৭ রানে এবং নেদ্রিনা বরুয়া ১১ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন।

সায়ন্তিকার হাত ধরে জয়ে সূচনা মডার্ন ক্রিকেট একাডেমির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। জয় দিয়ে আসর শুরু করল মডার্ন ক্রিকেট একাডেমি। নিজেদের প্রথম ম্যাচে চার উইকেটে পরাজিত করল চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার কে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক এক দিবসীয় ক্রিকেটে। তালতলা স্কুল মাঠে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার ১০২ রান করে। দলের পক্ষে মোনালি শর্মা ৩৯ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি সাহায্যে ৩৩ এবং মাহি দেব ৬৪ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৭ রান। মডার্ন ক্রিকেট একাডেমির পক্ষে সায়ন্তিকা সূত্রধর ২২ রানে চারটি এবং রুম্মা সরকার ১৮ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমি ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে অদিতি দাস ৪৪ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০, রূপালী দাস ৩২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ এবং সায়ন্তিকা সূত্রধর ৩৭ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৫ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৭ রান। চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের পক্ষে সানিয়া খাতুন ১৫ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। চাম্পামুড়া দ্বিতীয় ম্যাচে এসে পরাজয়ের মুখ দেখলো।

একটি ম্যাচও না খেলা ধোনি কি আগামী মরসুমে খেলবেন ?

মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে নিয়ে জল্পনা বেড়েই চলেছে। বৃহস্পতিবার গুজরাত টাইটান্সের কাছে হারায় চেন্নাই সুপার কিংসের এ বারের আইপিএল শেষ। গোটা মরসুমে একটি ম্যাচেও মাঠে নামেননি ধোনি। তবে কি ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের আইপিএলজীবনও শেষ? আগামী মরসুমে তাঁকে কি হলুদ জার্সিতে দেখা যাবে না? গুজরাত ম্যাচের পর অবশেষে মুখ খুলেছেন চেন্নাই অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়।

ম্যাচের পর চেন্নাইয়ে ধোনির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করা হয় রুতুরাজকে। তিনি বলেছেন, "এই প্রশ্নের উত্তর আপনারা আগামী মরসুমেই পাবেন। আমার কাছেও বিষয়টা আগামী বছরই পরিষ্কার হবে। আমাদের জন্যও ব্যাপারটা খুব কঠিন ছিল। আমরাও ধোনির অভাব অনুভব করেছি। ধোনি এমন একজন ক্রিকেটার, যে খেললে প্রতিপক্ষ দল চাপে থাকে। বিশেষ করে ইনিংসের শেষের ওভারগুলোয়। একাই ম্যাচের রং বদলে দিতে পারেন। ক্রিজে থাকলে খেলার আঙ্গিকই বদলে যায়। মাহি ভাইয়ের অভাব আমরা এ বার খুবই অনুভব করেছি।"রুতুরাজ আরও বলেছেন, "আগামী মরসুমে কী হবে, আমরা সত্যিই জানি না। তবে আমাদের দল নিয়ে আমি খুশি। এ বার দলের সকলে, বিশেষ করে তরুণেরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করল, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।" রুতুরাজ বোঝাতে চেয়েছেন, ধোনির আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁরাও ক্রিকেটপ্রেমীদের মতো অন্ধকারে।পায়ের পেশির চোটের জন্য আইপিএলের প্রথম দু'সপ্তাহ খেলতে পারেননি ধোনি। পরে চোট সারিয়ে অনুশীলন শুরু করলেও তাঁকে একটি ম্যাচেও খেলানো হয়নি। কিছু ম্যাচে এ বার মাঠেও যাননি। দলের হোটেলেই ছিলেন ধোনি। যেমন গুজরাত ম্যাচের জন্য অহমদাবাদেও যাননি ভারতকে দু'টি বিশ্বকাপ দেওয়া প্রাক্তন অধিনায়ক।

কানাডার ক্রিকেটে বিতর্ক বাড়ছে, এবার বোর্ডের নতুন সভাপতির বাড়ি লক্ষ্য করে চলল গুলি

সমস্যা মিটছে না কানাডা ক্রিকেট বোর্ডে। আগেই ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগে বিদ্ধ হয়েছে তারা। এ বার বোর্ডের নতুন সভাপতির বাড়ি লক্ষ্য করে চলল গুলি।কানাডা ক্রিকেট বোর্ডের নতুন সভাপতি হয়েছেন অরবিন্দ খোসা। সারেতে থাকেন তিনি। বুধবার ভোর ৪.৪০ মিনিট নাগাদ তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালান দুষ্কৃতীরা। সেই সময় অরবিন্দ ও তাঁর পরিবারের বাকিরা বাড়িতেই ছিলেন। তবে কারও আঘাত লাগেনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, অরবিন্দের বাড়ির দরজায় পাঁচটি বুলেটের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। এর নেপথ্যে কারা রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখা হচ্ছে। স্থানীয় কোনও গোষ্ঠী এই ঘটনার সঙ্গে যুক্তি কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের তদন্তমূলক অনুষ্ঠান 'দ্য ফিফথ এস্টেট'-এর 'কোরাপশন, ক্রাইম অ্যান্ড ক্রিকেট' পর্বে দাবি করা হয়েছে, কানাডার ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে লরেন্স বিশ্নোই গোষ্ঠীর হাতে। এই তথ্যচিত্রের উপর ভিত্তি করেই গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কানাডা-নিউ জিল্যান্ডের ম্যাচে গড়াপেটা হয়েছিল বলে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। তথ্যচিত্রে দাবি করা হয়েছে, কানাডার ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচন বা দল নির্বাচনে প্রভাব রয়েছে বিশ্নোই গোষ্ঠীর। কুখ্যাত এই গোষ্ঠীর পছন্দের ব্যক্তিদের হাতেই থাকে কানাডা ক্রিকেটের ক্ষমতা। দলে কোন ক্রিকেটারদের রাখতে হবে তা-ও বলে দেয় বিশ্নোই গোষ্ঠী।কানাডা ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত এবং নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি বলেছেন, "ইংল্যান্ডের সারের একটি রেস্তরাঁয় একটা বৈঠক হয়েছিল। সেখানে একজনকে সরাসরি বলা হয়েছিল, কোন ক্রিকেটারকে দলে রাখতে হবে। কাদের কোনও ভাবেই দল থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। অন্যথা হলে তাঁকে বিপদে পড়তে হবে। স্বাভাবিক ভাবেই বিষয়টা বেশ ভয়ের ছিল। ওই ঘটনার পর জাতীয় দলের কয়েক জন ক্রিকেটারের সঙ্গে কথা বলতেও তিনি ভয় পেতেন।" ওই ব্যক্তি আরও বলেছেন, "কানাডার ক্রিকেট বোর্ডের কোন পদে কে থাকবেন বা দলের কোন ক্রিকেটারদের প্রতি আলাদা খেয়াল রাখতে হবে, সবই বলে দেওয়া হয়।"তথ্যচিত্রে দাবি করা হয়েছে, কয়েক জন ক্রিকেটারের দেখভাল ঠিকমতো না হওয়ায় কানাডার জাতীয় দলের এক সদস্যকে হুমকির মুখে পড়তে হয়েছিল। ওই ঘটনার পর জাতীয় দলের কয়েক জন ক্রিকেটার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করেন। তাঁরা কানাডা পুলিশের কাছে নিরাপত্তা চান। বিশ্নোই গোষ্ঠীর নির্দেশ না মানার অভিযোগে এক ক্রিকেটকর্তার বাড়ি লক্ষ্য করে গুলিও চালানো হয়। তাঁকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হয়। ওই ব্যক্তি আরও বলেছেন, "ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িতেরা সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা নন। ভয়ের কোনও ব্যাপার হলে তাঁরাও ভয় পান। হতাশা, অবসাদের শিকার হন। প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলতে সাহস পান না।"

গরমে কিছুটা স্বস্তি দিতে রাজ্যের বাজারে এসে গেলো তাল ফল।

আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস পালন পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতার বার্তা বনমন্ত্রীর

আগরতলা, ২২ মে : বৈশ্বিক লক্ষ্যের জন্য স্থানীয়ভাবে কাজ করা" এই মূলভাবকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস-২০২৬ পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনিমেষ দেববর্মা, বনদপ্তরের সচিব রবীন্দ্র কুমার সামল, আইএফএস সহ বনদপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা।

অনুষ্ঠানে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং প্রকৃতি সংরক্ষণে সাধারণ মানুষের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বক্তারা জানান, পৃথিবীতে বিদ্যমান লক্ষ লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব মানুষের জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। খাদ্য, ওষুধ, জলবায়ুর ভারসাম্য এবং বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে জলবায়ু পরিবর্তন, বনভূমি ধ্বংস, দূষণ এবং মানবসৃষ্ট নানা কর্মকাণ্ডের ফলে প্রতিনিয়ত বহু প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এই সংকট মোকাবিলায় পরিবেশ রক্ষায় সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন ও দায়িত্বশীল হয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

উল্লেখ্য, প্রতি বছর ২২ মে বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস পালন করা হয়। প্রথমে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২৯ ডিসেম্বর দিনটিকে এই দিবস হিসেবে ঘোষণা করলেও, পরে 'কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি'-র চুক্তি গ্রহণের দিনকে স্মরণীয় করে রাখতে ২২ মে তারিখটি নির্ধারণ করা হয়।

এদিন দিবসটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা পরিবেশ সংরক্ষণে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

পদ্ম পুরস্কারের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান

আগরতলা, ২২ মে : ভারত সরকারের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার পদ্ম পুরস্কারের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পদ্ম বিভূষণ, পদ্ম ভূষণ এবং পদ্মশ্রী পুরস্কার। উল্লেখ্য, ১৯৫৪ সাল থেকে চিত্রকলা, শিক্ষা ও সাহিত্য, খেলাধুলা, চিকিৎসা, সমাজসেবা, বিজ্ঞান এবং কারিগরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার হিসেবে পদ্ম পুরস্কার দেওয়া হয়।

২০২৭ সালে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে ভারত সরকারের পদ্ম পুরস্কার পাওয়ার জন্য অনলাইনে আবেদন করতে হবে। পদ্ম পুরস্কারের জন্য সুপারিশ বা আবেদন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার https://awards.ovfin এই পোর্টালের মাধ্যমেই অনলাইনে গ্রহণ করা হবে। আবেদন করার জন্য এই বিষয়ে যাবতীয় নির্দেশিকা পোর্টালে পাওয়া যাবে। অনলাইনে আবেদন করার জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্র এবং বিস্তারিত তথ্য এই পোর্টালে পাওয়া যাবে। আগামী ৩১ জুলাই, ২০২৬ এর মধ্যে অনলাইনে পাঠানো আবেদন বা সুপারিশগুলিই গ্রহণ করা হবে। রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন (রাজনৈতিক) দপ্তরের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

লিচু পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে আহত কিশোর

আগরতলা, ২২ মে : লিচু পাড়তে গিয়ে গাছের ডাল ভেঙে নিচে পড়ে আহত হলো এক কিশোর। শালবাগানস্থিত আর্মি ক্যাম্প এলাকার ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আহত কিশোরের নাম রোমাং মিয়া। বয়স আনুমানিক ১৩ বছর। তার বাড়ি অভয়নগর এলাকায় বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার বন্ধুদের সঙ্গে লিচু পাড়তে আর্মি ক্যাম্পের লিচু বাগানে গিয়েছিল রোমাং। সে একটি গাছে উঠলে আচমকাই গাছের ডাল ভেঙে যায়। ফলে সে মাটিতে পড়ে গুরুতর আহত হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত কিশোরকে উদ্ধার করে আগরতলার জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। দমকল কর্মীদের দাবি, নির্জন এলাকা হওয়ায় প্রায় প্রতিদিনই শিশুরা ওই বাগানে লিচু পাড়তে যায়। শুক্রবার সেই সময়ই এই দুর্ঘটনা ঘটে। কিশোরটির পায়ে আঘাত লেগেছে বলে জানিয়েছেন দমকল কর্মীরা। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে জিবি হাসপাতালে ছুটে আসেন আহত কিশোরের পরিবারের সদস্যরা।

দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ৫

আগরতলা, ২২ মে :- আজ দুপুর আনুমানিক ১টা নাগাদ বিলোনীয়া-জোলাইবাড়ী সড়কের বনবিহার এলাকায় একটি মালবাহী টিপার গাড়ি ও যাত্রীবাহী টাটা মেজিক গাড়ির মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওই দুর্ঘটনায় টাটা মেজিকে থাকা অন্তত ৫ জন যাত্রী আহত হন।

জানা গেছে, টি আর ০৮ ই ১৫৭৫ নম্বরের মালবাহী টিপার গাড়ি এবং টি আর ০৩ এ ২৬১৩ নম্বরের যাত্রীবাহী টাটা মেজিক গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জোলাইবাড়ী দমকল বাহিনীর কর্মীরা। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে মুহুরীপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের চিকিৎসা শুরু করেন।

মুহুরীপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিকেল ইনচার্জ রাকেশ চৌধুরী সংবাদমাধ্যমকে জানান, আহতদের মধ্যে তিনজনের শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। অপর দুইজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

ঘটনার পর এলাকায় কিছু সময়ের জন্য যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত রাবার চাষীদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে ডেপুটেশন

আগরতলা, ২২ মে ; প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত রাবার চাষীদের ক্ষতিপূরণ ও সরকারি সহায়তার দাবিতে সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করলেন রাবার চাষীরা। শুক্রবার পুরা রাবার্স শ্রমিক ইউনিয়ন-এর সিপাহীজলা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ দত্তের নিকট এই ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গত ২৮ এপ্রিলের প্রাকৃতিক দুর্যোগে সিপাহীজলা জেলার প্রায় ৬০০ জন রাবার চাষী ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। ঝড়-বৃষ্টি ও দুর্যোগের ফলে বহু রাবার বাগানের ক্ষতি হয়েছে, যার ফলে চাষীদের আর্থিক সংকট আরও গভীর হয়েছে।

ডেপুটেশনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত রাবার চাষীদের দ্রুত সরকারি আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং রাবার চাষীদের জন্য পৃথক প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল গঠনের দাবি জানানো হয়।

এ বিষয়ে সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিকাশ দাস জানান, ক্ষতিগ্রস্ত রাবার চাষীদের পাশে দাঁড়াতে সরকারকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় স্থায়ী তহবিল গঠনের দাবিও জানান তিনি।

ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে বিধায়কের আকস্মিক হানা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল চিত্রে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ মে : উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল-কে ঘিরে দীর্ঘদিনের অব্যবস্থা, রোগী দুর্ভোগ ও পরিষেবার মান নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মাঝেই শুক্রবার আকস্মিক পরিদর্শনে যান ধর্মনগরের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী। তাঁর এই সফর ঘিরে হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সকালে আচমকাই জেলা হাসপাতালে পৌঁছে বিধায়ক বিভিন্ন ওয়ার্ড, জরুরি বিভাগ, বহির্বিভাগ ও রোগী পরিষেবা ব্যবস্থার বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং একাধিক অভিযোগ শোনেন। হাসপাতালের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর ঘাটতি, পরিষেবার ধীরগতি এবং সামগ্রিক অব্যবস্থাপনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন রোগী ও সাধারণ মানুষ।

পরিদর্শনের সময় বিধায়কের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর দীপক হালদার, মেডিকেল সুপার ভাস্কর দাস সহ হাসপাতালের একাধিক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য আধিকারিক। হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করেন বিধায়ক।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, সম্প্রতি প্রকাশ্যে আসা বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়েও তিনি কড়া ভাষায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, পর্যাপ্ত চিকিৎসক নিয়োগ এবং রোগী পরিষেবাকে আরও মানবিক ও কার্যকর করার উপর বিশেষ জোর দেন তিনি। পাশাপাশি স্পষ্ট বার্তা দেন, স্বাস্থ্য পরিষেবায় কোনও ধরনের গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না।

পরিদর্শন শেষে বিধায়ক জহর চক্রবর্তী জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মানিক সাহা রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতালের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

তবে এখন সাধারণ মানুষের একটাই প্রশ্ন, বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা সমস্যা ও রোগী দুর্ভোগের বাস্তব চিত্র কি সত্যিই বদলাবে, নাকি এই পরিদর্শনও শেষ পর্যন্ত প্রশাসনিক আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ থাকবে? উত্তর খুঁজছে ধর্মনগরবাসী।

এডিসি নির্বাচনের ফল পর্যালোচনায় বিজেপির বিশেষ সাংগঠনিক সভা, রাইমাভ্যালিতে কর্মীদের ভিড়

আগরতলা, ২২ মে : সদ্য সমাপ্ত এডিসি সাধারণ নির্বাচনে রাইমাভ্যালি বিধানসভা ক্ষেত্রের দুইটি এডিসি আসনে দলীয় প্রার্থীদের পরাজয়ের কারণ পর্যালোচনা এবং আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে শুক্রবার গন্ডাছড়ার রাইমা-সাইমা টাউন হলে ভারতীয় জনতা পার্টি-র এক বিশেষ সাংগঠনিক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় রাইমাভ্যালি বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন বুথ থেকে প্রায় সহস্রাধিক কর্মী ও নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। টাউন হল কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় কর্মীদের উপস্থিতিতে।

এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন রাইমাভ্যালি মন্ডলের সভাপতি ধন্যমানিক ত্রিপুরা, মদনকুমার চাকমা, বিকাশ চাকমা, প্রাক্তন এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং, প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি সমীররঞ্জন ত্রিপুরা, রাজ্য মহিলা নেত্রী সতী চাকমা এবং পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা সহ একাধিক নেতা।

সভায় স্বাগত ভাষণ দেন ধন্যমানিক ত্রিপুরা। আলোচনায় উঠে আসে সদ্য সমাপ্ত এডিসি সাধারণ নির্বাচনে ৮-গঙ্গানগর-গন্ডাছড়া এবং ২৪-রাইমাভ্যালি আসনে দলীয় প্রার্থীদের পরাজয়ের কারণ। বক্তারা নির্বাচনে সংগঠনের বিভিন্ন ঘাটতি ও দুর্বলতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

পাশাপাশি আসন্ন এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে দলকে আরও শক্তিশালী করতে গ্রাম ও পাড়া স্তরে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়। কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বানও জানানো হয় সভা থেকে।

সভা শেষে কর্মীদের একাংশের অভিমত, শুক্রবারের এই সাংগঠনিক বৈঠক রাইমাভ্যালি এলাকায় রাজনৈতিক মহল ও গ্রাম স্তরে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সভার প্রধান বক্তা প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা সংবাদমাধ্যমের কাছে সভার উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য তুলে ধরেন।

ফায়ার সার্ভিসের সামনে মদ্যপান, প্রেস স্টিকার লাগানো গাড়িকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য

আগরতলা, ২২ মে : রাজধানী আগরতলা শহরে নামে-বেনামে যানবাহন ও বাইকে প্রেস স্টিকার ব্যবহারের প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অভিযোগ, এই ধরনের প্রেস স্টিকারের অপব্যবহার করে নানা অসামাজিক কার্যকলাপও চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি এমনই এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় রাজধানীর ফায়ার সার্ভিস দপ্তরের সামনে।

জানা যায়, ফায়ার সার্ভিস কার্যালয়ের সামনে একটি প্রেস স্টিকার লাগানো গাড়ি দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। অভিযোগ, গাড়ির ভিতরে বসেই মদ্যপান করছিলেন এক ব্যক্তি। সেই সময় গাড়িতে তার স্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের দাবি, বারবার গাড়ি সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানানো হলেও ওই ব্যক্তি তা মানতে অস্বীকার করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে এক ফায়ার সার্ভিস কর্মীকে ঘুসি মারার অভিযোগও ওঠে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

অন্যদিকে অভিযুক্ত গাড়ি চালক এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত কয়েকজন পথচারী পাল্টা অভিযোগ তুলে দাবি করেন, ফায়ার সার্ভিস কর্মীরাই সংঘবদ্ধভাবে গাড়ি চালককে মারধর করেছেন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পরে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ অভিযুক্ত গাড়ি চালককে চিকিৎসা পরীক্ষার জন্য নিয়ে যায় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই ভুয়ো বা অবৈধভাবে প্রেস স্টিকার ব্যবহারের বিরুদ্ধে সরব বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন ও আগরতলা প্রেস ক্লাব। সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে রাজ্য সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হলেও, অভিযোগ সেই দাবির বাস্তবায়ন না হওয়ায় এ ধরনের ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

জমি অধিগ্রহণের আগে ক্ষতিপূরণের দাবিতে অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন কৃষক পরিবারের

আগরতলা, ২২ মে :- বাঁচার সুযোগ করে দেওয়ার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী ও জেলা শাসকের কাছে আবেদন জানালেন ছয়টি অসহায় কৃষক পরিবার। শুক্রবার দুপুর প্রায় ২টা নাগাদ সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ দত্ত-এর নিকট এক ডেপুটেশন প্রদান করেন তারা।

জানা গেছে, বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েতের অফিস ভবন নির্মাণের জন্য যে জায়গায় সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে, সেই জমিতে গত ৪০ থেকে ৪৫ বছর ধরে চাষাবাদ করে আসছেন চড়িলাম ফকিরামুড়া এলাকার কয়েকটি কৃষক পরিবার। কৃষকদের অভিযোগ, ওই জমিই তাদের রুটি-রুজির একমাত্র সম্বল।

পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সাইকেলে অতিথিশালায় কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়

আগরতলা, ২২ মে : পেট্রোল ও ডিজেলের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে শুক্রবার ব্যতিক্রমী কর্মসূচি গ্রহণ করলেন নয় বনমালীপুর কেন্দ্রের কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের বিষয়টি তুলে ধরতে তিনি বাড়ি থেকে সাইকেল চালিয়ে আগরতলার রাজ্য অতিথিশালায় পৌঁছান।

সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে গোপাল চন্দ্র রায় বলেন, পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামও লাগামছাড়া হয়ে উঠছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলি সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

গোপাল চন্দ্র রায় আরও বলেন, বর্তমানে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির কারণে শুধু যানবাহন চালকরাই নন, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী মানুষসহ সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তাই সরকারের উচিত দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

তিনি জানান, কংগ্রেস দল বরাবরই সাধারণ মানুষের স্বার্থে আন্দোলন করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

প্রথম হাটেই উপচে পড়া ভিড়, জমে উঠল সোনামুড়ার কুরবানির বাজার

আগরতলা, ২২ মে: আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহা বা কুরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে সোনামুড়া মহকুমায় জমে উঠতে শুরু করেছে গবাদি পশুর হাট। মহকুমার প্রথম কুরবানির পশুর হাট অনুষ্ঠিত হলো উরমাই নতুন বাজারে। প্রথম হাটেই ক্রেতা-বিক্রেতাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

গরুর পাশাপাশি ছাগলের বাজারও ছিল বেশ জমজমাট। তবে প্রথম দিনের বাজারে বেচাকেনা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে। কুরবানির ঈদ আসতে এখনও কিছুদিন বাকি থাকলেও, হাটে মাঝারি আকারের বিভিন্ন জাত ও রঙের সুস্থ-সবল গরুর সমাগম ছিল উল্লেখযোগ্য। যদিও খুব বড় আকারের গরু এবার প্রথম বাজারে তেমন দেখা যায়নি।

হাটে আসা বিক্রেতাদের অভিযোগ, বর্তমানে গো-খাদ্য ও লালন-পালনের খরচ অনেক বেড়ে গেছে। সেই তুলনায় গরুর বিক্রয় মূল্য কম থাকায় আশানুরূপ লাভ করতে পারছেন না খামারি ও ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে, প্রথম হাট হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে দাম কিছুটা বেশি ছিল বলেও জানিয়েছেন ক্রেতারা।

গরুর পাশাপাশি উরমাই নতুন বাজারের ছাগলের হাটেও ছিল উপচে পড়া ভিড়। দিনভর ব্যাপক কেনাবেচা চলেছে ছাগলের বাজারে।

পবিত্র কুরবানিকে সামনে রেখে উরমাই নতুন বাজার কমিটির পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে বিশেষ প্রস্তুতি। ক্রেতা ও বিক্রেতাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কড়া নজরদারির পাশাপাশি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাও করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন হাট কর্তৃপক্ষ।

সব মিলিয়ে প্রথম হাটেই জমে উঠেছে সোনামুড়ার উরমাই কুরবানির পশুর বাজার।

কচুয়াছড়ার জলে ক্ষতিগ্রস্ত পশ্চিম দুর্গাপুরের কৃষকরা, ছড়া সংস্কারের দাবিতে সরব কৃষক মহল

আগরতলা, ২২ মে : ডুকলী ব্লকের অন্তর্গত বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম দুর্গাপুর এলাকায় কচুয়াছড়ার জলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন বহু কৃষক। অভিযোগ, ছড়ার জল কৃষিজমিতে ঢুকে পড়ায় এখনও পর্যন্ত অনেক কৃষক তাদের ফসল ঘরে তুলতে পারেননি। ফলে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটছে কৃষক পরিবারগুলির।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকায় অবস্থিত কচুয়াছড়া দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় তার জলধারণ ক্ষমতা কমে গিয়ে আশপাশের কৃষিজমিতে জল ঢুকে পড়ছে। এর ফলে ধান-সহ বিভিন্ন ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কৃষকদের অভিযোগ, বামফ্রন্ট সরকারের সময় নিয়মিতভাবে এই ছড়ার সংস্কার করা হলেও বর্তমানে সেই কাজ বন্ধ থাকায় পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সঙ্গে দেখা করেন সারা ভারত কৃষক সভা-র ডুকলী মহকুমা কমিটির সম্পাদক রাজকুমার চৌধুরী, কৃষক নেতা যতীন্দ্র সরকার, সুজিত রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। তারা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন, এখনও পর্যন্ত সরকারি ভাবে কোনো ক্ষতিপূরণ বা সহায়তা প্রদান করা হয়নি।

কৃষক সংগঠনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে কচুয়াছড়ার সংস্কার এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত সহায়তা প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে।

বয়স্ক ভাতা ও সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত পবিত্র চাকমা, প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি

গন্ডাছড়া প্রতিনিধি, ২২ মে : গন্ডাছড়া মহকুমার পঞ্চরতন এডিসি ভিলেজের রামলোচন পাড়ার বাসিন্দা পবিত্র চাকমা (৬৫) দীর্ঘদিন ধরে বয়স্ক ভাতা ও বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকার অভিযোগ তুলেছেন। চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে পরিবার নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন বলে জানান তিনি।

জানা গেছে, পাঁচ সদস্যের পরিবার নিয়ে কোনোরকমে দিন কাটছে পবিত্র চাকমার। জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্যের গরু রাখালের কাজ করতে হচ্ছে তাকে। সামান্য আয়ে সংসার চালাতে গিয়ে নিত্যদিনই নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে পরিবারটিকে।

পবিত্র চাকমা অভিযোগ করে জানান, বয়স্ক ভাতা পাওয়ার আশায় তিনি একাধিকবার প্রশাসনের কাছে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিয়েছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার নামে কোনো ভাতা মঞ্জুর হয়নি। এছাড়াও জমির পাট্টা বাবদ যে সরকারি আর্থিক সহায়তা পাওয়ার কথা ছিল, সেখান থেকেও তিনি বঞ্চিত রয়েছেন বলে দাবি করেন।

তিনি আরও জানান, কেওয়াইসি সম্পন্ন করার জন্য চার থেকে পাঁচবার চেষ্টা করলেও নানা সমস্যার কারণে তা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে একাধিক সরকারি পরিষেবার সুবিধা থেকেও তিনি দূরে রয়েছেন।

বর্তমানে চরম আর্থিক অনটনের মধ্যে দিন কাটছে পবিত্র চাকমার পরিবারের। তাই দ্রুত বয়স্ক ভাতা এবং অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

বিলোনিয়ায় রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরের ৭৬তম বাৎসরিক উৎসব ও ভক্ত মিলন শুরু ২৭ মে থেকে

আগরতলা, ২২ মে : আগামী ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৭ মে ২০২৬ বুধবার থেকে শুরু হতে যাচ্ছে বিলোনিয়ার রাম ঠাকুর সেবা মন্দির-এর ৭৬তম বাৎসরিক উৎসব ও ভক্ত মিলন অনুষ্ঠান। পাঁচ দিনব্যাপী এই ধর্মীয় উৎসবকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে।

উৎসবের সূচনা হবে বুধবার সন্ধ্যায় বনকর নদীর ঘাট থেকে গঙ্গা আনয়নের মধ্য দিয়ে। এরপর অনুষ্ঠিত হবে সন্ধ্যা আরতি, সত্যনারায়ণ পূজা এবং প্রসাদ বিতরণ। এর মধ্য দিয়েই প্রথম দিনের কর্মসূচি সমাপ্ত হবে। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুরে নারায়ণ সেবা তথা অন্নভোগ প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত হবে মহাপ্রসাদ বিতরণ। আর সোমবার সকালে নগর পরিক্রমার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হবে এই ৭৬তম বাৎসরিক উৎসব ও ভক্ত মিলন অনুষ্ঠান। উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত অতিথি ও ভক্তদের

ধর্মনগরে জনশুমারি ২০২৭-এর প্রস্তুতি শুরু, সাংবাদিক সম্মেলন ও তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ মে :জাতীয় স্তরের ডিজিটাল জনশুমারি ২০২৭-কে সফল ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি পর্ব। ধর্মনগরে উত্তর জেলা শাসক কার্যালয়ের ভিসি কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে আসন্ন জনশুমারির রূপরেখা, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। সাংবাদিক সম্মেলনের পর জেলা শাসক কার্যালয়ের সভাগৃহে বিভিন্ন ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও), সুপারভাইজার এবং বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। আগামী ২২, ২৩ ও ২৬ মে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের সেন্সাস বিভাগের প্রিন্সিপাল অফিসার রতন বিশ্বাস এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর শুভজিৎ দেবরায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক বিজয় সিনহা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রতন বিশ্বাস জানান, আসন্ন জনশুমারিতে প্রত্যেক পরিবারের কাছ থেকে মোট ৩৩টি প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত এই জনশুমারিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিডিও ও সুপারভাইজারদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে কীভাবে সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হবে, সেই বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয় প্রশিক্ষণ শিবিরে।

তিনি আরও জানান, ২০১১ সালের জনগণনায় ত্রিপুরা শিক্ষা, জনসংখ্যা ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিল। সেই সময় রাজ্যের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৬ লক্ষ ৭৩ হাজার ৯১৭ জন। সাক্ষরতার হার ছিল ৮৭.২২ শতাংশ, যা জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক বেশি। পুরুষ সাক্ষরতার হার ছিল ৯১.৫৩ শতাংশ এবং মহিলা সাক্ষরতার হার ছিল ৮২.৭৩ শতাংশ। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, রাজ্যের লিঙ্গ অনুপাত ছিল প্রতি ১০০০ পুরুষে ৯৬০ জন মহিলা এবং জনঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩৫০ জন। সেই সময় রাজ্যের প্রায় ৭৩.৮৩ শতাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলে এবং ২৬.১৭ শতাংশ মানুষ শহরাঞ্চলে বসবাস করতেন। আধিকারিকদের মতে, জনশুমারি ২০২৭ রাজ্যের ভবিষ্যৎ আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা, উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ এবং সরকারি পরিষেবার সুষ্ঠু বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas